CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 7 December, 2023 ■ আগরতলা ৭ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ■ ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি, মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন

আম্বেদকরের দেখানো পথেই কাজ করছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। দেশের পশ্চাদপদ শ্রেণি ও দলিত মানুষের কল্যাণে যে কাজ করে গেছেন সেটা আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক। আজ মিউজিয়াম, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গনে বাবাসাহেব ড় বি আর আম্বেদকরের ৬৮ তম তিরোধান দিবস উদযাপনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে সংবিধান প্রনেতা ড় আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। এছাড়াও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব বি এস মিশ্রা ও অধিকর্তা অসীম সাহা, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস, পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার বিমল দাস, সদর মহকুমা শাসক অরূপ দেব, বিভিন্ন ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসের ছাত্রছাত্রীগণ এবং বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার বিশিষ্টজন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতরত্ন ও সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব ড় বি আর আম্বেদকর সারাজীবন দেশের দলিত, অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে লেখক, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, দার্শনিক ও বহুমুখী প্রতিভার আধিকারী। দেশের পশ্চাদপদ শ্রেণি ও দলিত মানুষের কল্যাণে তিনি যে কাজ করে গেছেন সেটা আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ড় আম্বেদকরের চিন্তাধারা, মত ও পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রী দেশের পশ্চাদপদ শ্রেণি ও সমাজের অন্তিম ব্যক্তির আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নে নানা প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরও রাজ্যের তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।এদিন তিনি আরও বলেন, ড় আম্বেদকর জীবনের নানা ঘাত, প্রতিঘাত অতিক্রম করে যেভাবে এগিয়ে গেছেন তা অনুকরণীয়। বর্তমান প্রজন্মকে তা অনুসরণ করতে হবে।

পৃথিবীর বৃহত্তম সংবিধান হচ্ছে আমাদের দেশের সংবিধান। দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী, জাতি-ধর্মের মানুষের কথা মাথায় রেখেই ড় বি আর আম্বেদকর এই সংবিধান রচনা করেছিলেন। সংবিধানের প্রতিটি কথা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। আজ ত্রিপুরা বিধানসভা প্রাঙ্গণে সংবিধান প্রণেতা ভারতরত্ন ড় বি আর আম্বেদকরের মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ ড় বি আর আম্বেদকরের ৬৮তম তিরোধান দিবস। ড় বি আর আম্বেদকরের জীবন দর্শন ও সংগ্রামের কথা স্মরণ করেই বিধানসভা প্রাঙ্গণে তাঁর মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ড় বি আর আম্বেদকরের জীবনই হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠান যা নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। দেশের পিছিয়েপড়া জনগণের জন্য তিনি যেভাবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘূর্ণিঝড়ে নিহতদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর সমবেদনা

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। প্রভাবিত হয়েছে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পুদুচেরি। বহু এলাকা জলের তলায়, প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। ঘূর্ণিঝড়ে মানুষের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিহতদের পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড়ের কারণে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পুদুচেরিতে যারা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করছি। এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রেক্ষিতে যারা আহত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের জন্য প্রার্থনা করছি। কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন এবং পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কাজ চালিয়ে যাবেন।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর রাজ্য সফর ঘিরে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।।ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের পর বুধবার প্রথমবারের মতো কমিটির সকল পদাধিকারী ও সদস্যদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে কংগ্রেস ভবনে।

বৈঠকে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী পূর্ণাঙ্গ মহিলা কংগ্রেসের রাজ্য কমিটি ঘোষণা করায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও সি ডাব্লিউ সির সদস্য সহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আগামী দিনে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তুলতে বুধবার মহিলা কংগ্রেসের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এই দিনের বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা পৌরহিত্য করেন। তিনি জানান, মহিলাদের উপর যে বঞ্চনা এবং নির্যাতন শুরু হয়েছে তার প্রতিবাদে আগামী দিনে মহিলা কংগ্রেস আন্দোলন গড়ে তুলবে।মহিলাদের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে এই সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন আশীষ কুমার সাহা।

এর পাশাপাশি আগামী দিন যাতে কংগ্রেসের কর্মসূচি গুলি সফল রূপ পায় তার জন্য বৈঠকে আলোচনা হয়। বিশেষ করে আগামী দিনে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর রাজ্য সফরের কথা রয়েছে। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের কাছ থেকে জানার পর কবে নাগাদ তিনি রাজ্যে আসবেন সে বিষয়ে জানানো হবে বলে জানান। আয়োজিত বৈঠকে এদিন এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

বিশালগড়ে পরপর দুটি যান দুর্ঘটনা ঃ আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ ডিসেম্বর।। আজ পর পর দুটি দুর্ঘটনায় বিশালগড়ে আহত হয়েছেন তিনজন। বুধবার এগারোটা নাগাদ বিশালগড় দ্বাদশ

শ্রেণী বিদ্যালয় সংলগ্ন আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কে বাইক ও মাল বোঝাই লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন বাইক চালক। জানা যায় টিআর০৭-এ-৯২৩০ নাম্বারের একটি অ্যাপাচি বাইক নিয়ে চালক লাকি চৌধুরী(১৯) দ্রুত গতিতে বিশালগড়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। জাঙ্গালিয়া এলাকায় আসার পর টিআর০১-এআর-১৮০১ নম্বরের মাল বোঝাই লরিকে ওভারটেক করতে গিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। লরি এবং বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে রাস্তায় ছিটকে পড়ে বাইক চালক লাকি। সংঘর্ষে বাইক ও লরি গাড়ির সামনের অংশটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। বিকট শব্দ পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে প্রত্যক্ষদর্শীরা। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিশালগড় দমকল বাহিনীর কর্মীরা।

দমকল কর্মীরা আহতকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। দ্রুতগতিতে বাইক চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানান ট্রাফিক পুলিশসহ সহ প্রত্যক্ষদর্শীরা।

এই দুর্ঘটনার কয়েকঘন্টা পরেই বিশালগড় বাইপাস এলাকায় আবারো এক বিকট শব্দে আঁৎকে উঠেন পথ চলতি মানুষ। আনুমানিক দুপুর দেড়টা নাগাদ রোগী নিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে গাড়ি চালকের অসাবধানতার কারণে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় টিআর০৩-এন-০২৫০ নাম্বারের একটি গাড়ি।

বিশালগড় বাইপাস সড়কে গাড়ি ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে অল্পতে রক্ষা পায় গাড়িতে থাকা রোগী সহ তার আত্মীয় পরিজন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় চালক গৌতম দেবনাথ জিবি হাসপাতাল থেকে রোগী নিয়ে উদয়পুরে যাওয়ার পথে বাইপাস সড়কে আসতেই চালকের চোখে ঘুম এসে যায়। ঘুমন্ত অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উদয়পুর থেকে আগরতলা উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে টিআর০১-এইউ-১৬৩১ নাম্বারের লরিতে সজোরে ধাক্কা দেয় সে। এতে বিকট শব্দ পেয়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে আসে। মুখোমুখি সংঘর্ষে দুটি গাড়ির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। তবে অল্পেতে রক্ষা পায় যাত্রীবাহী গাড়িতে থাকা রোগী সহ অন্যান্য যাত্রীরা। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জওয়ান সেজে গাঁজা পাচারকালে আটক এক, উদ্ধার ইয়াবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। ছদ্মবেশে গাঁজা পাচারে ব্যর্থ হয়েছে এক যুবক। আধা সামরিক বাহিনীর পোশাক শরীরে জড়িয়ে গাঁজা পাচারকালে আটক বহি:রাজ্যের যুবক।

আগরতলা রেল স্টেশনের জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গতকাল গভীর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে তল্লাশি করার সময় সন্দেহভাজন আধা সামরিক বাহিনীর পোশাক পরিধান করা এক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। তখন তাঁকে আধা সামরিক বাহিনীর আইডি কার্ড দেখাতে বললে সে দেখাতে পারেননি। তখন তাঁকে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। তল্লাশিতে তাঁর কাছ থেকে ২১ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃত যুবক বিহারের বাসিন্দা শ্রাবণ কুমার। তাঁর বিরুদ্ধে এনডিপিএস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের ছোবলে মৃত্যু গৃহবধূর, শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৬ ডিসেম্বর।। জলের মোটর চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। বিলোনীয়া থানাধীন সাতমুরা এস সি কলোনি এলাকায় ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিলোনীয়া থানাধীন সাতমুরা এস সি কলোনি এলাকার বাসিন্দা সুব্রত দের স্ত্রী প্রিয়াংকা দাস দে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হয়েছে। সুব্রত দে পেশায় গাড়ি চালাক।

সুব্রত জানিয়েছেন, গতকাল রাতে গাড়ি চালিয়ে সে যখন বাড়ি আসে তখন দেখতে পায় জলের মোটর চালাতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী মৃত্যু হয়েছে। সুব্রতের বাড়িতে স্ত্রী ও তার দিব্যংগ দুইটি সন্তান থাকে। সন্তানের বয়স আট এবং পনেরো বছর। যেহেতু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাটি খুঁড়ে উদ্ধার মৃতদেহ

খুন করে স্ত্রীকে মাটি চাপা দিয়ে পালাল স্বামী, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৬ ডিসেম্বর।। রহস্যজনক ভাবে খুন হলেন এক জনজাতি গৃহবধূ। কল্যাণপুরের হলংমুতাই এডিসি ভিলেজ এর হাজারীপাড়ায় ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছাড়িয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ওই গৃহবধূকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন করে মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন কান্তি ত্রিপুরা জানিয়েছেন, কল্যাণপুরের হলংমুতাই এডিসি ভিলেজ এর হাজারীপাড়ায় বাসিন্দা জেসমিন দেববর্মা (২৭)-এর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ বুধবার হাজারীপাড়া ওই গৃহবধূর বাড়ী থেকে দুই কিলোমিটার দূরে ঘন জঙ্গলে মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন কান্তি ত্রিপুরা। পারিবারিক ঝামেলার ফলে দুই পুত্র সন্তানের জননী ওই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক স্বল্পতায় লাটে পঠন পাঠন স্কুলে তালা ঝুলিয়ে রাস্তায় ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার / বিলোনীয়া, ৬ ডিসেম্বর।। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত মুড়াসিং পাড়ায় নিশিকুমার মুড়াসিংপাড়া দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয় শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে।বিদ্যালয়ে ইংরেজি, এডুকেশন ও ইতিহাস এই তিনটি বিষয়ে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন লাটে উঠেছে। এই অভিযোগ তুলে আজ সকালে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে বিদ্যালয়ের তালা ঝুলিয়ে পথ অবরোধে বসেন ছাত্র ছাত্রীরা। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত মুড়াসিং পাড়ায় নিশিকুমার মুড়াসিংপাড়া দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ে ইংরেজি, এডুকেশন ও ইতিহাস এই তিনটি বিষয়ে শিক্ষক সল্পতা রয়েছে। এই তিনটি বিষয়ের শিক্ষকের এই বিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় প্রয়ানের পর বিদ্যালয়ে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। বর্তমান সময়ে বিদ্যালয়ে ২৩২ জন ছাত্র ছাত্রী রয়েছে। এই তিনটি বিষয়ের শিক্ষক না থাকার কারনে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়ায় বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

অবশেষে বুধবার শিক্ষকের দাবীতে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের তালাবন্ধী করে এলাকার যাতায়তের রাস্তায় অবরোধে বসে ছাত্র ছাত্রীরা।অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয় থেকে ডিসিএম সোমেন দেব। তিনি ছাত্র ছাত্রীদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন দ্রুত সমস্যা সমাধান করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন তারা।

এদিকে, শিক্ষক নিয়োগ সহ অন্যান্য দাবিতে গত ২৩ নভেম্বরের পর আজ আবারো আন্দোলনে নামল এ ডি সি এলাকার মানিরামবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা,বুধবার সকাল দশটা থেকে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন ছেড়ে মনিরামবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৯ ডিসেম্বর রাজ্যে জাতীয় লোক আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। আগামী ৯ ডিসেম্বর শনিবার রাজ্যে আবারও বসছে জাতীয় লোক আদালত। ত্রিপুরা উচ্চ আদালত ছাড়াও রাজ্যের সব জেলা এবং মহকুমা আদালত চত্বরে এই লোক আদালত বসবে। এই লোক আদালতে মোট ৬৭টি বেঞ্চে ১৬, ৯৮৮টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। এর মধ্যে মামলা পূর্ববর্তী বিরোধ সংক্রান্ত ৫,২২৭টি বিষয় এবং আদালতে বিচারাধীন ১১,৭৬ ১টি মামলা রয়েছে।

জাতীয় লোক আদালতে ব্যাংক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ৫,২২৭টি মামলা, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK
CMYK

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৭০ ■ সংখ্যা ৬২ ■ ৭ ডিসেম্বর ২০২৩ইং■২০ অগ্রহায়ণ ■ বৃহস্পতিবার ■১৪৩০ বঙ্গাব্দ

মহাশূন্যে স্পেস স্টেশন বানানোর পথে ভারত

তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে ভারত ক্রমশ শ্রেষ্ঠ আসন দখল করিবার প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে। চীনের একচেটিয়া আধিপত্য বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলি কোনভাবে মানিয়া নিতে পারিতেছে না। এক্ষেত্রে ভারত বিশেষ ভূমিকা পালন করিবার জন্য প্রস্তুতি শুরু করিয়া দিয়াছে। মহাকাশে ভারতের অবস্থান মজবুত করিতে প্রয়াস জারী রহিয়াছে। আমেরিকা সহ বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ গুলি ভারতকে এ বিষয়ে সর্বাত্মকভাবে সমর্থন জানাইয়াছে। উদ্দেশ্য একটাই চীনের একচেটিয়া কার্যকলাপ যে কোন মূল্যে বন্ধ করিতে হইবে। বর্তমানে বিশ্বের বড় বড় দেশগুলির নজর মহাকাশের দিকে। যেখানে রাজনৈতিকভাবে আমেরিকার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এগিয়ে যাইতেছে চিন। তাই আমেরিকা চাইছে, যাহাতে সমস্ত শক্তিশালী দেশগুলি একজোট হইয়া চিনের সঙ্গে মোকাবেলা করিতে পারে। কিছুটা হইলেও পিছে ফেলিতে পারে চিনকে।ভারতের নিজস্ব স্পেস স্টেশন হইবে। অর্থাৎ এবার থেকে মহাকাশে ভারতীয় মহাকাশচারীরা নিজেদের স্পেস স্টেশনেই থাকিবে। এমনকি, ভারতকে সবরকম সাহায্য করিতে প্রস্তুত আমেরিকা। সম্প্রতি এমনটাই জানাইয়াছেন ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স এবং স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বিল নেলসন। তিনি ভারত সফর করিয়াছেন। আর সেই দিকেই নজর এখন গোটা বিশ্বের। আর এই সফরেই সিদ্ধান্ত নিয়াছেন তিনি, যে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ভারতীয় মহাকাশচারীদের পাঠানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করিবেন। আর ভারতকে তার নিজস্ব আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন করিবার ক্ষেত্রেও সাহায্য করিবেন। নেলসন স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে, আমেরিকা তাহার নিজস্ব মহাকাশ স্টেশন তৈরিতে ভারতকে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত। তবে আমেরিকা কেন এমন করিতেছে? তাহার আসল কারণ কী? নেলসন তাহার ভারত সফরের সময় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, আমেরিকা এবং ভারত আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৪এর শেষে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে একজন ভারতীয় মহাকাশচারী পাঠানো হইবে। আর সেই মহাকাশচারী নির্বাচন করিবে ইসরো, নাসা নয়।বিল নেলসন মনে করেন, ভারত ২০৪০ সালের মধ্যে নিজস্ব বাণিজ্যিক মহাকাশ স্টেশন করিয়া ফেলিবে। তাঁহার মতে, ভারত যদি আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতা করিতে চায়, তাহা হইলে আমেরিকাও প্রস্তুত। তবে এটা পুরোটাই ভারতের ওপর নির্ভর করিবে।

নেলসনের সঙ্গে অনেক আমেরিকান কোম্পানি ইসরোর সঙ্গে সহযোগিতা করিতে চাইছে। আমেরিকার বোয়িং, ব্লু অরিজিন, এলএলসি, ভয়েজার স্পেস হোল্ডিংস-এর আধিকারিকরাও ইসরোর-সঙ্গে হাত মিলানোর জন্য এগিয়ে আসিতে চাইছে। আসলে মহাকাশ নিয়া বিশ্বের পরিস্থিতি বদলাইতেছে। আমেরিকার মতো দেশ, যে একসময় ভারতকে যে কোনও ধরণের প্রযুক্তি দিতে নাকচ করিত, সে হঠাৎ কেন হাত মিলাইতে চাইছে? এমনটাও হইতে পারে, বর্তমানে বিশ্বের বড় বড় দেশগুলির নজর মহাকাশের দিকে। যেখানে রাজনৈতিকভাবে আমেরিকার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে এগিয়ে যাইতেছে চিন। তাই আমেরিকা চাইছে, যাহাতে সমস্ত শক্তিশালী দেশগুলি একজোট হইয়া চিনের সঙ্গে মোকাবেলা করিতে পারে। কিছুটা হইলেও পিছে ফেলিতে পারে চিনকে। তাই এমন সিদ্ধান্ত। ভারত মহাকাশ অভিযান সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চীনকে পেছনে ফেলিতে যে প্রয়াস শুরু করিয়াছে তাহা অচিরেই সফল হইবে বলিয়া ভারতবাসীর সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জনগণ মনে করিতেছেন।

মেঘলা আকাশ ও সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে, তার পরেই পারদ-পতনের সম্ভাবনা

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশে ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের 'ল্যান্ডফল' হয়েছে। শক্তি হারিয়ে এখন পরিণত হয়েছে গভীর নিম্নচাপে, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে জলমগ্ন চেন্নাই-সহ একাধিক শহর। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মিগজাউমের প্রত্যক্ষ প্রভাব এ রাজ্যে পড়েনি, তবে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরের মতো দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাগুলিতে। সঙ্গে থাকবে মেঘলা আকাশ। এর প্রভাবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা অনেকটাই উপরের দিকে রয়েছে। তবে পরিস্থিতি বদল হবে ৮ ডিসেম্বরের পর। ধীরে ধীরে নামবে তাপমাত্রার পারদ। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৭ ডিসেম্বরের পর থেকে আবারও উত্তর-পশ্চিমী বাতাস আসতে শুরু করবে, তাই পারদ-পতনের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, একধাক্কায় খুব বেশি নামবে না পারদ। কিছুটা সময় লাগবে। ৮ ডিসেম্বরের পর থেকে রাতের তাপমাত্রাও কমতে শুরু করবে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৬ ডিগ্রি বেশি।

সশ্রদ্ধ চিত্তে আম্বেদকরকে স্মরণ দেশের; শ্রদ্ধার্ঘ্য রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): পুণ্যতিথিতে ভারতীয় সংবিধানের রূপকার ও ভারতরত্ন বাবাসাহেব আম্বেদকরকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করল গোটা দেশ। পুণ্যতিথিতে আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা প্রমুখ। বুধবার সকালে সংসদ ভবন চত্বরে ডঃ বি আর আম্বেদকরের মহাপরিনির্বাণ দিবস উপলক্ষ্যে বাবাসাহেবের মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন রাষ্ট্রপতি-সহ বিশিষ্টজনেরা।

করণী সেনার প্রধানের খুনের প্রতিবাদে বনধ রাজস্থানে, জয়পুর-সহ নানা শহরে বন্ধ দোকানপাট

জয়পুর, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজপুত নেতা তথা রাষ্ট্রীয় রাজপুত করণী সেনার প্রধান সুখদেব সিং গোগোমেদির খুনের প্রতিবাদে অশান্ত হয়ে উঠল রাজস্থান। বুধবার রাজস্থানে বনধ পালন করছেন রাজপুত সম্প্রদায়ের মানুষজন। বনধের ভালোই প্রভাব পড়েছে জয়পুর, আজমের-সহ রাজস্থানের নানা প্রান্তে। জয়পুরের কিছু অংশে এদিন সকাল থেকে মোতায়েন করা হয় পুলিশ। বিজেপি নেতা বালমুকুন্দ আচার্য বলেছেন, 'এই ঘটনার জন্য অশোক গেহলট দায়ী। এই সরকারের অধীনে রাজ্যে মাফিয়া বেড়েছে।'

রাষ্ট্রীয় রাজপুত করণী সেনার জাতীয় সভাপতি সুখদেব সিং গোগামেদির হত্যার প্রতিবাদে বাসির আগ্রা রোড হাইওয়েতে বিপুল সংখ্যক মানুষ জড়ো হন। খুনিদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানাতে থাকেন তাঁরা। বিক্ষোভ-প্রতিবাদের জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে।

তাঁর বক্তৃতা শুনতে নজিরবিহীন উন্মাদনা

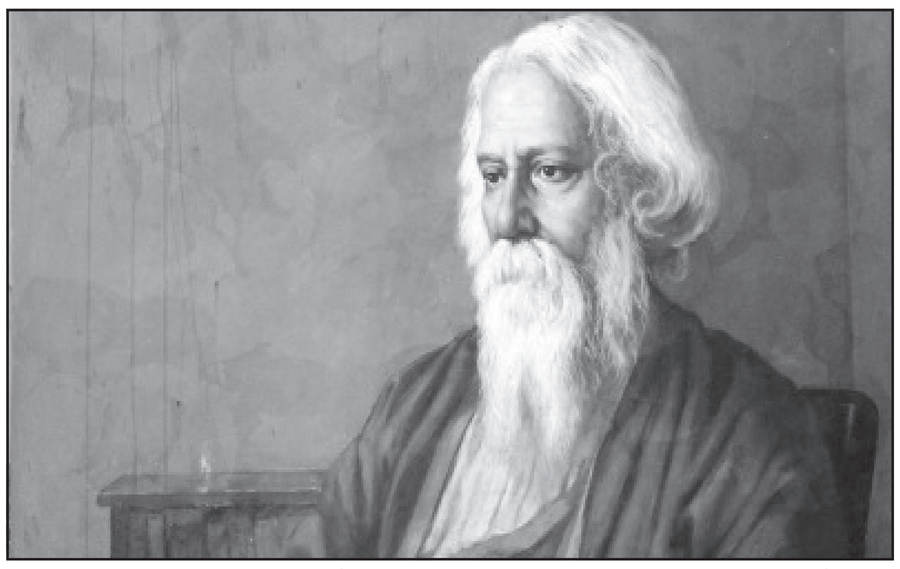

জামাইকান শিল্পপতি রবার্ট হিবার্ট (১৭৬৯-১৮৪৯) মৃত্যুর দু'বছর অগে, ১৮৪৭ সালে ব্যবসা এবং পারিবারিক সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে "হিবার্ট ট্রাস্ট" নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্মের প্রচার এবং ধর্ম বিষয়ে ব্যক্তিগত মতবাদকে স্বীকৃতি দেওয়া। এ ছাড়াও দর্শন এবং ধর্ম-বিষয়ক গবেষণার জন্য বিশেষ বৃত্তি ও অনুদানও দেওয়া হত ট্রাস্টের মাধ্যমে।

একেশ্বরবাদী হিবার্টের ইচ্ছে অনুযায়ী ধর্ম ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে উদার, নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক আলোচনার জন্য প্রচুর অর্থ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করা হয়েছিল। শর্ত ছিল, ওই অর্থ থেকে যে সুদ পাওয়া যাবে, সেটা দিয়ে প্রতি বছর বিশ্ববরেণ্য বিদগ্ধ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশেষ বক্তৃতামালার আয়োজন করতে হবে। ট্রাস্ট-প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসারে উক্ত বক্তৃতামালা "হিবার্ট-বক্তৃতা" বলে খ্যাতি লাভ করে। যদিও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত প্রথম হিবার্ট-বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল রবার্ট হিবার্টের মৃত্যুর ঊনত্রিশ বছর পরে, ১৮৭৮ সালে। প্রথম বক্তা ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত ফ্রিডরিখ ম্যাক্সমুলার। তিনি একাধারে ভারত-বিশারদ, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ববিদ। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অসীম পাণ্ডিত্য ছিল। হিবার্ট-বক্তৃতায় তিনি "ভারতে ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ" নিয়ে আলোচনা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে তুলনা করে, ভারতের বেদশাস্ত্রকে মানবদর্শনের শিখর হিসেবে তুলে ধরেছেন। ম্যাক্সমুলারের মূল্যবান বক্তৃতা "ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি" বিষয়ে পাশ্চাত্যের অনুসন্ধিতায় প্রভূত ইন্ধন জুগিয়েছিল।

১৮৭৮ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত মোট ৪৮টি হিবার্ট-বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়েছিল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ইলিনয় ইউনিভার্সিটি আরবানা, ইউনিভার্সিটি অব ম্যাঞ্চেস্টার, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন ইত্যাদি শিক্ষাকেন্দ্রে। অসাম্প্রদায়িক এবং ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা বিষয়ে আগ্রহী যে কোনও ব্যক্তিকে প্রেক্ষাগৃহে বক্তৃতা শোনার অনুমতি দেওয়া হত। হিবার্ট-বক্তৃতামালায় অংশগ্রহণকারী কতিপয় উল্লেখযোগ্য বক্তা হলেন ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ এবং ভাষাতত্ত্ববিদ আর্চিবল্ড হেনরি সেস (১৮৮৭), আমেরিকান দার্শনিক উইলিয়াম জেমস (১৯০৮), ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক লরেন্স পিয়ারসাল জেকস (১৯২২) প্রমুখ। এই পর্বের সম্ভবত শেষ বক্তৃতাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০০৫ সালের ৩০ জুন, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনে। বক্তা ছিলেন ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট ধর্মীয় লেখক কারেন আর্মস্ট্রং এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ চিকিতক খালিদ হামিদ। তাঁদের বক্তৃতার বিষয় ছিল আধ্যাত্মিকতা এবং বিশ্ব নাগরিকত্ব। হিবার্ট-বক্তৃতা এমন একটি মঞ্চ, যেখানে জ্ঞান এবং বুদ্ধি, ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা, দর্শন এবং যুক্তি একত্রিত হয়ে জীবনের উদ্দেশ্য, বিশ্বাস, আত্মা, মৃত্যু ইত্যাদি সম্পর্কিত গভীরতম প্রশ্নগুলি আলোচিত হত।

১৮৭৮ সালে ম্যাক্সমুলারের উদ্বোধনী বক্তৃতার পঞ্চাশ বছর পরে, ১৯২৮ সালে হিবার্ট-বক্তৃতার ৩২তম বক্তা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাবিত হয়। এত দিন ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মান, বেলজিয়াম, স্কটল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি বিশ্বের উন্নততম দেশগুলি থেকেই নির্বাচিত বক্তাদের আমন্ত্রণ জানানো হত। সে বারই প্রথম "তৃতীয় বিশ্বের" কোনও দেশের নাম বিবেচিত হয়েছিল। ট্রাস্টির পক্ষ থেকে ডক্টর ড্রামন্ড ১৯২৭ সালের ২৮ জুন রবীন্দ্রনাথকে পত্র মারফত আমন্ত্রণ জানান। চিঠিতে সাম্মানিক বাবদ রবীন্দ্রনাথকে ২৫০ পাউন্ড দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল।

সেই সময় বিশ্বভারতীর নানা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, অর্থাভাব, অর্থ সংগ্রহের জন্য নিরন্তর দুশ্চিন্তা ও ভ্রমণ, শারীরিক অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে রবীন্দ্রনাথ মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই সুদূরের ডাকে তাঁর মন সাড়া না দিয়ে পারেনি। সানন্দে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে হিবার্ট-বক্তৃতা সংক্রান্ত যোগাযোগের সমস্ত দায়িত্ব অ্যান্ড্রুজকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আসন্ন যাত্রার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলেন। টেলিগ্রাম করে হেনরি ড্রামন্ডকে কবির সম্মতির কথা জানিয়ে দেওয়া হল। জানিয়ে দেওয়া হল রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার প্রাথমিক রূপরেখাটিও। ইংল্যান্ডেও শুরু হয়ে গেল যাবতীয় প্রস্তুতির। "দ্য ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান", "দ্য স্টেটসম্যান", "ফরোয়ার্ড"-সহ এ দেশেরও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের হিবার্ট বক্তৃতার সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকল।১৯২৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই রবীন্দ্রনাথ নানাজনকে চিঠি লিখে তাঁর আসন্ন বিদেশ সফরের শুভবার্তাটি জানিয়ে দিয়েছিলেন। সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লিখলেন, "শুনেছ বোধহয় আমি চলেছি য়ুরোপে ইংলণ্ডে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ আছে।" বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছেন, "অক্সফোর্ডে একটি বক্তৃতার ফরমাস আছে সেটাও অবহেলা করবার নয়।"

নানা খুঁটিনাটি প্রস্তুতির পর ১২ মে ১৯২৮ রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে প্রশান্তচন্দ্র আর রানি মহলানবিশকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেনপথে চলেছেন মাদ্রাজের উদ্দেশে। কথা আছে অ্যান্ড্রুজ আর আরিয়াম সেখানে কবির সঙ্গে মিলিত হবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আকস্মিক অসুস্থতা আর চিকিৎসকদের কঠোর নিষেধ বহু-প্রতীক্ষিত হিবার্ট-বক্তৃতা সহ বিদেশ ভ্রমণের যাবতীয় প্রস্তুতির উপর যবনিকা টেনে দিয়েছিল। এই দুঃসংবাদে ইংল্যান্ডে বক্তৃতা-আয়োজকেরাও হতাশ আর বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেও পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে তাঁরা ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথের জন্য অন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে রাখলেন। আশাহত রবীন্দ্রনাথ ৫ জুন রথীন্দ্রনাথকে লিখলেন, "রথী, এবারের মত যাত্রা রহিত করা গেল। হিবার্ট লেকচারওয়ালারা লিখে পাঠিয়েছে আগামী বতরে এপ্রিলে বক্তৃতা দিলে ভালো হয়। যদি শরীরটাকে বিশ্রাম দিয়ে ধীরে ধীরে লিখি, তাহলে লেখা শেষ হলে নিশ্চিন্তমনে যেতে পারব।" আসলে মাদ্রাজে অসুস্থ হয়ে পড়ার পরেও নানা সামাজিক ব্যস্ততা রবীন্দ্রনাথকে মুক্তির অবকাশ দিতে পারেনি। মিসেস বেসান্ত এবং পিঠাপুরম-রাজের আতিথ্য গ্রহণ, পন্ডিচেরিতে অরবিন্দ-সাক্ষাতার, কলম্বো-যাত্রা, সিংহল-উতবে যোগদান, আরও নানা ধকলে কবির শরীর আরও ভেঙে পড়েছিল।

১৯২৯ সালেও রবীন্দ্রনাথের আশা পূরণ হল না। বিদেশ ভ্রমণের বৃহত্তর আমন্ত্রণে তাঁকে বার বার দেশান্তরি হতে হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের ২৬ তারিখে কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করে জাপান, কানাডার ভ্যাঙ্কুভার, আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেস, সান ফ্রান্সিসকো হয়ে পুনরায় জাপানে দীর্ঘ অবস্থান। সেখান থেকে ইন্দোচিন, সিঙ্গাপুর হয়ে ১২৪ দিন পরে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছেন। এই ক্লান্তিকর দীর্ঘ ভ্রমণের পরে রবীন্দ্রনাথ আর ১৯২৯ সালের হিবার্ট বক্তৃতার জন্য ইংল্যান্ড যাওয়ার উতাহ পাননি। তাঁর পরিবর্তে সে বারের বক্তৃতা দিয়েছিলেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। ইউনিভার্সিটি অব ম্যাঞ্চেস্টার (ডিসেম্বর ১৯২৯) এবং ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনে (জানুয়ারি ১৯৩০) অনুষ্ঠিত তাঁর বক্তৃতাটির শিরোনাম ছিল "জীবনের আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি"। ১৯৩২ সালে তাঁর বক্তৃতা লন্ডন থেকে "অ্যান আইডিয়ালিস্টিক ভিউ অব লাইফ" শিরোনামে বই হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৩০ সাল। আবার আহ্বান এসেছে সুদূর ইউরোপ থেকে। অক্সফোর্ড থেকেও এসেছে হিবার্ট-বক্তৃতা দেওয়ার অনুরোধ। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও মানসিকতার সঙ্গে পরিচিত হতে রবীন্দ্রনাথ সব সময় ব্যাকুল। এ বারের ইউরোপ ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথের কাছে তাই বিশেষ তাতর্যপূর্ণ। এ ছাড়াও তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী ইউরোপের শিল্পীদের সামনে তুলে ধরাও ছিল কবির অন্যতম অভিপ্রায়। এ বারের ভ্রমণটি তাঁর একাদশতম বিদেশ সফর।

কলকাতা থেকে যাত্রার সূচনা ২ মার্চ। কবির সঙ্গে চলেছেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী, কন্যা নন্দিনী, ডাক্তার সুহৃত্নাথ চৌধুরী, ডাক্তার নলিনীরঞ্জন এবং আরও কয়েক জন। যাত্রাপথে মাদ্রাজ মেলে বসেই তিনি রচনা করেছেন আমাদের অত্যন্ত পরিচিত "সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে, দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে" গানটি। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর ২৬ মার্চ জাহাজ ইউরোপের মাটি স্পর্শ করল।

অক্সফোর্ডে বক্তৃতার তারিখ ১৯ মে। তার আগে রবীন্দ্রনাথের অন্য বাসনাটি, অর্থাতইউরোপের শিল্পীদের সামনে নিজের ছবির প্রদর্শনীর পরিকল্পনাটি মিটিয়ে নিয়েছিলেন। কবির গুণমুগ্ধ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর প্রচেষ্টা এবং আর্থিক সহযোগিতায় প্যারিসে তাঁর ১২৫টি ছবির এক সার্থক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অক্সফোর্ড থেকে তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন, "ফ্রান্সের মত কড়া হাকিমের দরবারেও শিরোপা মিলেচে কিছুমাত্র কার্পণ্য করে নি।" প্যারিস থেকে অ্যান্ড্রুজ আর অমিয় চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে মে মাসের ১৭ তারিখে রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ডে এসে পৌঁছলেন, আতিথ্য নিলেন হেনরি ড্রামন্ডের বাড়িতে।

১৯৩০ সালের হিবার্ট-বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের বিষয় ছিল মানুষের ধর্ম। যার মূল প্রতিপাদ্য ঈশ্বরের মানবতাবোধ সম্পর্কে ধারণা বা চিরন্তন মানবের দৈবসত্তা। রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদের মূলে রয়েছে মানবিকতা, মানবকল্যাণ ও মানবমুক্তি। রবীন্দ্রদর্শনের একটি মৌলিক দিক হচ্ছে মনুষ্যত্ব, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সব মানুষের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা এবং নিজেকে পরার্থে বিলিয়ে দেওয়া। মানুষকে বাদ দিয়ে বিশ্বজগত পারলৌকিক জগত সত্য, ধর্ম কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "মানুষের ধর্ম" নামক গ্রন্থে বলেছেন, "ধর্ম মানেই মনুষ্যত্ব যেমন আগুনের ধর্ম অগ্নিত্ব, পশুর ধর্ম পশুত্ব। তেমনি মানুষের ধর্ম মানুষের পরিপূর্ণতা।"

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ মোট তিনটি বক্তৃতা দিয়েছেন। প্রথমটি ১৯ মে অক্সফোর্ডের ম্যানচেস্টার কলেজে। উপস্থিত ছিলেন সেখানকার খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষজন এবং বহু উৎসাহী স্থানীয় ভারতীয়। সে দিন শ্রোতাদের ভিড়ে প্রেক্ষাগৃহে তিল ধারণের স্থান ছিল না। গত বারের হিবার্ট-বক্তা রাধাকৃষ্ণন তখন অক্সফোর্ডে '২স্পলডিং অধ্যাপক" হিসেবে কর্মরত। সে দিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁকেও ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তৃতাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২১ মে এবং তৃতীয়টি ২৬ মে। রবীন্দ্রনাথের কথা শোনার জন্য মানুষের মধ্যে যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল, যা ভিড় হয়েছিল, তা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির হিবার্ট-বক্তৃতার সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিল। ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার সগৌরব প্রতিবেদন ছিল, "নো সিরিজ অব হিবার্ট লেকচার হ্যাজ আরাউজড মোর পাবলিক ইন্টারেস্ট দ্যান দ্য প্রেজেন্ট ওয়ান।" প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "এতদিন সাহিত্যিক বলিয়া রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল। আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন তাঁহাকে তত্ত্বদর্শীর সম্মান দান করিল।"

রবীন্দ্রনাথের "হিবার্ট- লেকচার" গুলি একত্রে সঙ্কলিত করে ১৯৩০ সালে লন্ডনের "অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন" থেকে "দ্য রিলিজিয়ন অব ম্যান" শীর্ষক বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পনেরোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত বইটি রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা, মানবতা এবং সমস্ত জীবের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে আত্মোপলব্ধির একটি মূল্যবান দলিল। তাঁর মতে "মানুষের ধর্ম" নির্দিষ্ট বিশ্বাসের সীমানা অতিক্রম করে মানুষের অস্তিত্বের গভীর উপলব্ধি এবং জীবনের পারস্পরিক সম্পর্কগুলিকে উন্নীত করে। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা সঙ্কীর্ণ মতবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আমাদের দৈনন্দিন জীবন এবং বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। বইটির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সকল মানুষের অন্তরাত্মার মধ্যে প্রবাহিত হওয়া একমাত্র সত্য বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল শুধু মাত্র দার্শনিক ভাবনা হিসাবে নয়, আধ্যাত্মিক চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার অপরিণত বয়স থেকে আজকের দিন পর্যন্ত জুড়ে, লেখার বৃহতঅংশে রয়েছে এই ভাবনার ক্রমবর্ধমানের ইতিহাস। ঐক্যবদ্ধ প্রেরণায় গভীরভাবে যুক্ত হয়ে যে কাজ আমি শুরু করেছি, যে শব্দ আমি উচ্চারণ করেছি, সে বিষয়ে অবগত হলেও তার সত্যিকারের সংজ্ঞা আজও আমার অজানা।"

১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রনাথের হিবার্ট-বক্তৃতাগুলি সঙ্কলিত করে প্রকাশিত হয়েছে "মানুষের ধর্ম" শিরোনামের বই। তাঁর কথায়, "স্বার্থ আমাদের যে-সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।"

ভাগ হয়ে গেছে নজরুল?

নজরুল ইসলামের গান নিয়ে রীতিমতো ঝড় বয়ে গেল কয়েক দিন। তাঁর লেখা গানের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। স্বভাবতই সব গান সমান পরিচিত নয়। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, নজরুলগীতি বলতে প্রথমেই কোন গানের কথা মনে আসে, তবে দেশাত্মবোধক গান, প্রেম-বিরহের গান ইত্যাদির পাশাপাশিই সম্ভবত ঠাঁই করে নেবে তাঁর লেখা ভক্তিগীতিও। কিন্তু, প্রশ্ন হল, "কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন" বা "হে গোবিন্দ রাখো চরণে"-র মতো গান যত তাড়াতাড়ি মনে পড়ে, তাঁর ইসলামি সঙ্গীতের কথা কি মনে পড়ে তেমনই স্বচ্ছন্দে?

ইসলামি সঙ্গীতে প্রধান দু'টি প্রকার হল হামদ এবং নাত। "হামদ" বলতে বোঝায় সৃষ্টিকর্তা আল্লার প্রশস্তিসূচক গান, আর "নাত" হল গানের মাধ্যমে নবি মহম্মদের গুণকীর্তন। সঙ্গীতের মাধ্যমে নজরুল তুলে ধরেছেন ইসলাম ধর্মের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং কোরান-হাদিশের প্রসঙ্গ। এ ছাড়া ধার্মিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা দিকও উঠে এসেছে তাঁর গানে। কবি লিখেছেন, "যেদিন রোজ হাশরে করতে বিচার, তুমি হবে কাজী / সেদিন তোমার দিদার আমি, পাব কি আল্লাহ জি?" আজানের সুরে মোহিত হয়ে লিখেছেন, "মসজিদেরই পাশে আমায়, কবর দিও ভাই / যেন গোরে থেকে মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।"

বাংলায় ইসলামি সঙ্গীতের সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে উঠেছিলেন নজরুল। ১৯৩১ সালে তাঁর লেখা, "ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে, এল খুশির ঈদ" বাঙালি মুসলমানের প্রধান পরবের গান হয়ে উঠল। তুরস্কের বিখ্যাত গান "কাটিবিম ইশকাদার"-এর সুরে প্রভাবিত হয়ে কবি লিখেছেন, "ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ, এলো রে দুনিয়ায়।" গানটা হয়তো অচেনা ঠেকবে, তাই মনে করিয়ে দিই, এই একই সুরে তিনি লিখেছিলেন "শুকনো পাতার নুপূর পায়ে"। পয়গম্বর হজরত মহম্মদের মর্তে আগমন নিয়ে নজরুল লিখেছেন একাধিক গান "হেরা হতে হেলে দুলে, নুরানী তনু", কিংবা "আমিনা দুলাল নাচে, হালিমার কোলে"। এর মধ্যে "তোরা দেখে যা, আমিনা মায়ের কোলে" গানটি প্রবল জনপ্রিয়, যা মহম্মদ রফির কণ্ঠেও শোনা গিয়েছে।

"শোনো শোনো, ইয়া ইলাহী, আমার মোনাজাত"-এর যে

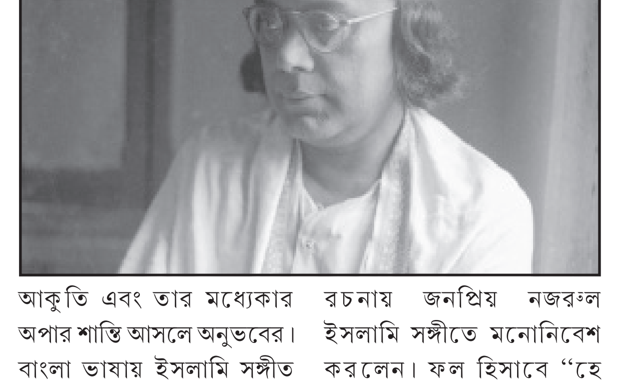

আকুতি এবং তার মধ্যেকার অপার শান্তি আসলে অনুভবের। বাংলা ভাষায় ইসলামি সঙ্গীত রচনায় ভাব এবং সুরের দরদি মিশ্রণ ঘটানো ছিল নজরুলের মুনশিয়ানা, যা অনেকাংশে উর্দু গজলের আঙ্গিকে পরিস্ফুট হয়েছে। দাদরা, কাহারবা, ঠুমরির পাশাপাশি লোকসঙ্গীতের ব্যবহার ইসলামি গানকে সমৃদ্ধ করেছে। বিদেশি সুর থেকেও প্রেরণা নিয়েছেন তিনি। "আল্লাকে যে পাইতে চায় হজরতকে ভালবেসে/ আরশকুরসি লওহ কালাম, না চাহিতেই পেয়েছে সে" এমন ইসলামি গানে আরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দি শব্দের নিখুঁত ব্যবহার ভিন্ন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। শাক্ত সঙ্গীত রচনায় জনপ্রিয় নজরুল ইসলামি সঙ্গীতে মনোনিবেশ করলেন। ফল হিসাবে "হে নামাজী, আমার ঘরে নামাজ পড় আজ/ দিলাম তোমার চরণতলে হৃদয় জায়নামাজ" -এর মতো গান জন্মলাভ করল। লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ল এই গানগুলির নির্মাণের নানা কিসিমের গল্প।

অভাব-অনটন নবির দেশ দেখায় অন্তরায় ছিল। নজরুলের গানে সেই দিকটি বার বার ফুটে উঠেছে "দূর আরবের স্বপন দেখি, বাংলাদেশের কুটির হতে" কিংবা "মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায়", কিংবা "ওরে ও দরিয়ার মাঝি, মোরে নিয়ে যা রে মদিনায়"। "আমি যদি আরব হতাম, মদিনারই পথ" গানের ছত্রে ছত্রে উঠে এসেছে আক্ষেপ। আবার গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন তিনি, "এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি/ খোদা তোমার মেহেরবানী।"

এই গানগুলির সাঙ্গীতিক ঐশ্বর্য অতুলনীয়। কিন্তু, "মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়"-এর মতো গান যতখানি গ্রহণযোগ্য হয়েছে সংস্কৃতিপ্রিয় বাঙালি সমাজে, ইসলামি গানে নিহিত আবেগ সে ভাবে জনপ্রিয় হয়নি। অথচ দুটোই সঙ্গীতের মাধ্যমে নজরুলের ভক্তির প্রকাশ। তবে কি সঙ্গীতের মূল্যায়নে ধর্মই প্রাধান্য পেয়েছে? যার কারণে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কালী বা কৃষ্ণের বন্দনাটুকুই বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল, কিন্তু একই ব্যক্তির লেখা অসামান্য হামদ এবং নাতগুলি "মুসলমানের গান" হয়ে থেকে গেল? হয়তো এখানেই নজরুলের সর্বধর্মসমন্বয়ের চর্চা "সবার" হয়ে ওঠেনি হিন্দুরা তাঁর লেখা শ্যামাসঙ্গীত গ্রহণ করল, আর মুসলমান নিল নবি-রসুলের গুণগান। তবে কি এই অংশে ভাগ হয়ে গেলেন নজরুল?

এ পার বাংলার কয়েক জন শিল্পী বিভিন্ন সময়ে চেষ্টা করেছেন ইসলামি গানকে বাঙালির কাছে পৌঁছে দিতে। সেই বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টাও সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালির কাছে তেমন ভাবে পৌঁছতে পারেনি। এখানেও হয়তো অদৃশ্য আমরা-ওরা।

সম্ভবত এ জন্যই প্রায় তিনশোটি ইসলামি সঙ্গীতের বিশাল রত্নভান্ডার অজানাই থেকে গেল বৃহতঅংশের কাছে।

নজরুল তাঁর সৃষ্টিতে অভাবে মৃত শিশু-পাঁজরের হাড়ে ইদের চাঁদ দেখেছেন। ফরিয়াদ করেছেন। শ্রেণিচেতনা, ইসলাম, সৃষ্টিকর্তার প্রতি অনুযোগ, নিঃশর্ত সমর্পণ সব মিলেমিশে গেছে। জাকাতের মাধ্যমে গরিবকে দানের অসামান্য রীতি নিয়ে গান লিখেছেন। তবু কেন এই গানগুলো অচেনাই? কোনও অবাঙালির হাতে নজরুলের গান লাঞ্ছিত হওয়ায় বাঙালি ক্রুদ্ধ হয়, অথচ নজরুলকে ভাগ করে নিয়ে একটা অংশ বেমালুম ভুলে যায় সেই বাঙালিই?

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে ডা. বি আর আমেদ্ধকরের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

জোড়া হত্যা মামলায় ফেরার আসামী দূর্গাপুরে গ্রেফতার

বাঁকুড়া, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : প্রতিবেশী শিক্ষক ও তার পুত্রকে হত্যার আসামী পিন্টু রুইদাস সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে বাঁকুড়া পুলিশ। এখবর জানিয়ে পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারী জানান, ঘটনায় আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে ফেরার মূল আসামি সহ চারজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। গত ৩ ডিসেম্বর বাঁকুড়া শহরের ১১নম্বর ওয়ার্ডের নতুন চটিতে জমি বিবাদের জেরে প্রতিবেশী এক প্রাক্তন শিক্ষক ও তার ছেলে ওস্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র ও রড নিয়ে আক্রমণ করে পিন্টু রুইদাস।পুলিশ এসে মারাত্মক জখম অবস্থায় তিনজনকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।সেখানে আক্রান্ত প্রাক্তন শিক্ষক মথুরা মোহন দত্ত (৬৪)ও তার পুত্র শ্রীধর দত্ত(২৪) মারা যায়।মথুরা বাবুর স্ত্রী আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় শহর জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। নৃশংস এই হত্যা কান্ডে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি ওঠে। এদিকে এই ঘটনার পরেই মূল আসামি পিন্টু রুইদাস সপরিবারে গা ঢাকা দেয়। তারা শহরের লালবাজার এলাকায় আত্মীয় বাড়িতে আশ্রয় নেয় বলে পুলিশ জানতে পারে।কিন্তু সেখানে হানা দিয়ে তাদের খোঁজ পায়নি পুলিশ। সেখান থেকে তারা শহর ছেড়ে পালিয়েছে বলে পুলিশ জানতে পারে। তারপরই পুলিশ জেলা লাগোয়া বিভিন্ন এলাকায় ওৎ পেতে থাকে।তৈরী করা হয় স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম।। গতকাল দূর্গাপুর বাসস্ট্যান্ডে পিন্টু তার স্ত্রীনমিতা দুই ছেলে মহেশ্বরও বিশ্বেশ্বর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারী জানান অভিযুক্ত তার দোষ কবুল করেছে।

বিকল্প জ্বালানি ও জৈব জ্বালানির প্রচারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকার : নীতিন গড়করি

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিকল্প জ্বালানী এবং জৈব জ্বালানী প্রচারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকার এবং এই লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বুধবার সংসদে এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করি। রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর দিতে গিয়ে গড়করি বলেন, দেশে ইথানল পাম্প স্থাপন করা হচ্ছে এবং ই-বাহন ও হাইড্রোজেন গাড়ির প্রচার করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, দেশে ফ্লেক্স-ফুয়েল ইথানল চালিত গাড়ি চালু হয়েছে। মন্ত্রী আরও বলেন, জেসিবি দ্বারা হাইড্রোজেন চালিত কনস্ট্রাকশন মেশিনও চালু করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই নির্মাণ কাজে যানবাহনের দূষণ পরীক্ষা করার জন্য হাইড্রোজেনে চালিত ট্রাকগুলিও চালু করা হবে।

৮ ডিসেম্বর দেহরাদূন যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, উদ্বোধন করবেন উত্তরাখণ্ড গ্লোবাল ইনভেস্টরস সম্মেলন

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : দেহরাদূনে আগামী শুক্রবার উত্তরাখণ্ড গ্লোবাল ইনভেস্টরস সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সম্মেলনটি শুক্রবার, ৮ ডিসেম্বর শুরু হবে। চলবে দুদিন ধরে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) বুধবার এক বিবৃতিতে একথা জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী ৮ ডিসেম্বর উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূনে সফর করবেন। দেহরাদূনের ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ এই ইনস্টিটিউটে তিনি 'উত্তরাখণ্ড গ্লোবাল ইনভেস্টর সামিট ২০২৩'-এর উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জনগণের উদ্দেশে ভাষণও দেবেন।

"উত্তরাখণ্ড গ্লোবাল ইনভেস্টরস সম্মেলন ২০২৩" হল উত্তরাখণ্ডকে একটি নতুন বিনিয়োগ গন্তব্য হিসাবে প্রতিষ্ঠার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ৮ ও ৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী সম্মেলনের থিম হল "শান্তি থেকে সমৃদ্ধি"। সারা বিশ্বের হাজার হাজার বিনিয়োগকারী এবং প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ নেবেন।

এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের পাশাপাশি নেতৃস্থানীয় শিল্পপতিরা।

টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে ভারতকে হুঁশিয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকা কোচের

কেপটাউন, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): সামনের রবিবার থেকে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে ভারতীয় দল দক্ষিণ আফ্রিকা সফর শুরু করছে। আর সেঞ্চুরিয়নে প্রথম টেস্ট ২৬ ডিসেম্বর থেকে। তার আগে আইসিসির-ওয়েবসাইটে আসন্ন টেস্ট সিরিজ নিয়ে কোচ শুকরি কনরাড জানিয়েছেন, "নতুন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁরা খেলতে চান ফাইনালে।

ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে অপরাজিত থাকার রেকর্ড তাঁরা অক্ষুণ্ণ রাখতে চান।" তিনি মনে করেন, মাঠের বাইরের কোনও ধরনের তুলনাকে মাথায় আনি না। যোগ্যতা প্রমাণিত হয় মাঠে। সেখানে তাঁর দল সেরা ক্রিকেট খেলবে।" সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন, "মনে রাখতে হবে আমরা বিশ্বের অন্যতম সেরা দলের বিরুদ্ধে খেলতে নামব। ভারতীয় দলের শক্তি সম্পর্কে আমরা সকলেই অবহিত। ফলে আমাদের ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে।"

দু"টি ভারতীয় আইআইটি বিদেশে নিজেদের ক্যাম্পাস খুলছে : ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : দুটি মর্যাদাপূর্ণ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) বিদেশে নিজেদের ক্যাম্পাস স্থাপন করতে প্রস্তুত, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বুধবার এই তথ্য জানান। বুধবার ধর্মেন্দ্র প্রধান রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তর পর্ব চলাকালীন জানান, আইআইটি দিল্লি আবুধাবিতে একটি ক্যাম্পাস উদ্বোধন করতে চলেছে। এছাড়া আইআইটি মাদ্রাজ আফ্রিকান দেশগুলির শিক্ষাগত চাহিদার সমাধানের জন্য জাঞ্জিবারে একটি আইআইটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হল, জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে ভারতীয় শিক্ষাগত উৎকর্ষের নাগাল প্রসারিত করা। এই পদক্ষেপটির ফলে ভারতীয় শিক্ষা ক্ষেত্রের মধ্যে আন্তর্জাতিকীকরণের উদ্যোগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

ভারতে ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে সরকারের প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরে প্রধান বলেন, "অনেক বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে ভারতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। দেশে মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান আসাই আমাদের অগ্রাধিকার। আজ আমাদের শিক্ষার্থীরা বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এখন শুধু বিদেশী ইনস্টিটিউট ভারতে আসবে না, গুজরাট গিফট সিটিতে তাদের ইনস্টিটিউট খোলার প্রক্রিয়া শুরু করেছে দু"জন।'

রাজৌরিতে সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু, আহত ২২ জন

রাজৌরি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় জাতীয় সড়কে সড়ক পথ দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু এবং ২২ জন আহত হয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার।

তথ্য অনুযায়ী, মানজাকোট থেকে রাজৌরিগামী একটি বাস রাজৌরি শহরের কাছে থান্ডিকাসি গ্রামের রাধাস্বামী আশ্রমের কাছে উল্টে যায়। বাসটি উল্টে যাওয়ার আগে দুটি গাড়িকে ধাক্কা দেয়। বাসের নিচে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই ৩০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি মারা যান এবং ২২ জন আহত যাত্রীকে রাজৌরির সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহতদের মধ্যে ১২ জন ছাত্র যারা স্কুলে যাচ্ছিল।

জিএমসি অ্যাসোসিয়েটেড হাসপাতালের রাজৌরির মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, ডাঃ মাহমুদ এইচ বাজার জানান, আহত বাইশ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

ফের কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে সরব মমতা

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লড়াই করেই কেন্দ্রীয় বঞ্চনার টাকা উদ্ধারের হুঁশিয়ারিও দিলেন তিনি।

বুধবার সাতদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, "আমরা লড়াই করেই রাজ্যের বকেয়া টাকা আদায় করব।"

এর আগে নেতাজি ইন্ডোরের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, "বকেয়া টাকার দাবিতে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে আমরা দিল্লি যাব। সব এমপিকে নিয়ে যাব। প্রধানমন্ত্রীর কাছে সময় চাইব। জনগনের টাকা জনগণকে ফেরৎ দেওয়ার দাবি জানাব। যদি উনি সময় না দেন, তাহলে দিল্লির রাস্তায় ধর্নায় বসব আমরা। রাস্তাই আমাদের রাস্তা দেখাবে।"

এদিন উত্তরবঙ্গ সফরের আগে বিমানবন্দের ওই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে এর আগে তিনবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি। এবারেও আমরা দেখা করার প্রয়োজনীয় অনুমতি চেয়েছি।'

এরপরই জব কার্ড ইস্যুতে উত্তরপ্রদেশের প্রসঙ্গ টেনে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রের রিপোর্টই বলছে, ভুয়ো জব কার্ডের নিরিখে শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ। অথচ ওদের ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রাখা হয়নি। বেছে বেছে শুধু বাংলার টাকা আটকে রাখা হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়কে পরামর্শের সুরে বলেছেন, 'মমতাজিকে বলুন মোদীজির সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে।'

রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেলেন সচিন-বিরাট

অযোধ্যা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): নতুন বছরের ২২ জানুয়ারিতে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যার রাম মন্দিরের রামলাল্লার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। সেই মহৎ কাজের সাক্ষী হতে এই দুই কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকর এবং বিরাট কোহলি আমন্ত্রিত হয়েছেন। রামলাল্লার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের জন্য গোটা রাজ্যে উৎসব পালন করা হবে।

বুধবার টেট কোয়ালিফাইডরা নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ছবি- নিজস্ব।

জম্মুর স্কুলে বোমা হামলার হুমকি! মিলল না সন্দেহজনক কিছুই

জম্মু, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : জম্মুর একটি বেসরকারী স্কুলে বোমার হুমকির ফলে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। বুধবার ফোন করে বোমার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। স্কুল কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে বেসরকারী স্কুলের ভিতরে ব্যাপক অভিযান চালায়।

পুলিশের এক আধিকারিক জানান, জম্মু শহরের কেন্দ্রস্থলে রেসিডেন্সি রোডে অবস্থিত স্কুলে তল্লাশি চালিয়ে কোনও সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া যায়নি। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ স্কুলের ভিতরে অভিযান চালায়। ফোন আসার পর একটি এফআইআরও দায়ের করা হয়েছে। বোমা নিষ্ক্রিয়কারী স্কোয়াড এবং ডগ স্কোয়াড সহ পুলিশের একটি দল স্কুলে পৌঁছে তল্লাশি অভিযান চালায়। পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত খরা কবলিত কর্ণাটককে আর্থিকভাবে সাহায্য করা : খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত খরা কবলিত কর্ণাটককে আর্থিকভাবে সাহায্য করা, বলে বুধবার মন্তব্য করেন কংগ্রেস সভাপতি মাল্লিকার্জুন খাড়গে। বুধবার সংসদে খাড়গে আরও বলেন যে, কর্ণাটকের কৃষকরা খরার কারণে সমস্যায় পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। বুধবার সংসদে কর্ণাটককে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ করেন খাড়গে। তিনি জানান, কর্ণাটক গত ১২৩ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ খরার মুখোমুখি হয়েছে। কর্নাটকে ২২৩টি তালুক খরায় আক্রান্ত হয়েছে এবং ১৯৬টি তালুক গুরুতর পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। ভবিষ্যতে এই রাজ্যে পানীয় জলের ঘাটতিও হতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত এই বিষয়টি খতিয়ে দেখা বলে বুধবার উল্লেখ করেন কংগ্রেস সভাপতি।

দুর্নীতি কাণ্ড: এবার জ্যোতিপ্রিয়র হিসাবরক্ষককে হাজিরার নির্দেশ ইডির

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : এবার ইডির নজরে রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হিসাবরক্ষক। তাঁকে তলব করল ইডি।

শুধু মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় নন, তাঁর পরিবারের সদস্যদের লেনদেনের উপরও নজর রয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। জ্যোতিপ্রিয়র হিসাবরক্ষককে জেরা করলেই এবিষয়ে একাধিক তথ্য হাতে আসতে পারে বলে মনে করছে ইডি।

রেশন দুর্নীতিতে রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেফতারির পর এক মাসেরও বেশি সময় পেরিয়েছে। দুর্নীতির শিকড়ে পৌঁছতে চাইছেন তদন্তকারীরা। ঠিক কীভাবে চলছিল গোটা বিষয়টা। ঘটনার সঙ্গে জড়িত আর কারা, আর্থিক সুবিধা পেয়েছেন কে কে, সবটাই জানার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। সেই কারণেই এবার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হিসাবরক্ষক জয়শংকরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে ইডি।

প্রসঙ্গত, জেল হেফাজতের মেয়াদ বুধবার শেষ হওয়ায় রেশন বন্টন দুর্নীতি মামলায় মূল অভিযুক্ত বাকিবুর রহমানকে নগর দায়রা আদালতে পেশ করা হয়। ইডির তরফে আইনজীবী আবারও জেল হেফাজতের আবেদন করে। বিচারক তাঁকে ১৩ই ডিসেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

করণী সেনার প্রধানের মৃত্যুতে দুই শ্যুটার শনাক্ত, গ্রেফতারে সাহায্যে করলে মিলবে বিপুল অর্থ

জয়পুর, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): রাষ্ট্রীয় রাজপুত করণী সেনার প্রধান নেতা সুখদেব সিং গোগামেদির মৃত্যুকে ঘিরে উত্তপ্ত রাজস্থান। গোগামেদিকে খুনের প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে বুধবার রাজ্যে ১২ ঘণ্টা বনধ পালিত হয়েছে। এবার সুখদেবকে খুনে অভিযুক্তদের শনাক্ত করে ফেলেছে পুলিশ। পুলিশ দুই বন্দুকধারীকে শনাক্ত করেছে। বন্দুকধারীদের নাম-রোহিত রাঠোর মাকরানা এবং নিতিন ফৌজি। ডিজিপি উমেশ মিশ্র এই মামলার তদন্তের জন্য একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছেন। দুই অভিযুক্ত - রোহিত রাঠোর মাকরানা এবং নিতিন ফৌজি-কে পুলিশ শনাক্ত করেছে। উভয়কে গ্রেফতার করতে কেউ সাহায্য করলে তাকে দেওয়া হবে লগড ৫ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার দুপুরে রাজস্থানের জয়পুরে 'শ্রী রাষ্ট্রীয় রাজপুত করণী সেনা'র সভাপতি গোগামেদিকে গুলি করে খুন করা হয়। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, নিহত নেতার সামনে বসে রয়েছে কয়েক জন। গোগামেদি যখন নিজের ফোন দেখতে ব্যস্ত, সেই সময় হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে তাঁরা। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে,৬ গোগামেদিকে লক্ষ্য করে মোট ৫টি গুলি চালানো হয়। শেষ গুলিটি নিহতের মাথায় লাগে। রাজপুত প্রভাবিত করণী সেনার নরমপন্থী গোষ্ঠীর নেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন গোগামেদি। জয়পুর পুলিশ জানায়, শ্যামনগর এলাকায় সুখদেবের বাড়িতে ঢুকে তাঁকে গুলি করে খুন করে কয়েক জন সশস্ত্র দুষ্কৃতী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন জন সশস্ত্র দুষ্কৃতীর মধ্যে এক জনকে পাল্টা গুলি চালিয়ে হত্যা করেন গোগামেদির এক নিরাপত্তারক্ষী। বাকি দু'জন চম্পট দেয়। রাজপুত নেতার হত্যার খবর প্রকাশ্যে আসতেই চুরু, উদয়পুর, আলওয়ার, যোধপুরের নানা জায়গায় বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ৯ জানুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে হাইকোর্টে

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ৯ জানুয়ারির মধ্যে সিবিআইকে তদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে কলকাতা হাইকোর্টে। বুধবার এই নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মতো আগামী ৯ জানুয়ারি দু"মাসের সময়সীমা পূর্ণ হচ্ছে।

আদালতের আরও নির্দেশ, যাঁরা ২০১৬ সাল থেকে চাকরি করছেন এবং চাকরি নিয়ে প্রশ্নের মুখে নতুন করে মামলায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে নিজেদের বক্তব্য জানানোর জন্য নোটিশ দিতে হবে।

ডিসেম্বরের বেতন দেওয়ার আগে তাঁদের সবাই নোটিশ পেয়েছেন কি না তা দেখে নিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশন তাঁদের দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নেবে। চার জানুয়ারির মধ্যে মামলাকারীরা এঁদের বক্তব্যের পালটা উত্তর দেবেন। নয় জানুয়ারির পর নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত সমস্ত মামলার শুনানি শুরু হবে ডিভিশন বেঞ্চে।

এ দিনের শুনানিতে রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ না করলেও রীতিমতো ক্ষোভ উগড়ে দেন তাঁর বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, 'কোনও অনুমানের ভিত্তিতে দুর্নীতি আছে বলে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া যায় না।" কল্যাণবাবু বলেন, "বিচারবিভাগীয় জুলুমবাজি যাকে বলে, সেটাই করেছে সিঙ্গল বেঞ্চ। কারও কথা শোনা হয়নি।

সিবিআইয়ের জুজু দেখানো ছাড়া সিঙ্গল বেঞ্চের আর কোনও উদ্দেশ্য যেন ছিল না। রাজ্যের টাকা সবার টাকা। রাজ্য তো চায়নি চাকরি যাক। তাহলে কে চাইছে চাকরি যাক?' প্রশ্ন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর দাবি, সবার বক্তব্য আগে ভালো করে শোনা হোক।

নিরোর সঙ্গে মমতার তুলনা করে বার্তা শুভেন্দুর

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রাক্তন রোমান সম্রাট নিরোর সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনা করে বার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বুধবার শুভেন্দুবাবু এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, "রোম পুড়ে যাওয়ার সময় নিরো বেহালা বাজাচ্ছিলেন! পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেন দু'নম্বর নিরো। পশ্চিমবঙ্গ যখন প্রচণ্ড আর্থিক বোঝা এবং সীমাহীন দুর্নীতির মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে, তিনি নাচছেন।

পটনায় অমিত শাহের বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন না মমতা

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : আগামী ১০ ডিসেম্বর পটনায় পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের যোগ দিচ্ছেন না বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই দিন সেখানে বসতে চলেছে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। যে বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

সীমান্ত নিয়ে এর আগে বহুবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে তৃণমূল । গরু পাচার নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও তোপ দাগতে দেখা গিয়েছে তৃণমূলের সব স্তরের নেতৃত্বকে। আর সেই সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে কেন্দ্রের ঢাকা বৈঠকেই থাকছে না তৃণমূলনেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক এড়িয়ে তিনি যাচ্ছেন উত্তরবঙ্গ সফরে। তার বদলে এই বৈঠকে যোগ দেবেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গত, পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং সিকিম। ২০১৮ সালের পরে গত বছর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির বৈঠক হয়েছিল নবান্ন সভাঘরে। সেই বৈঠকের পৌরহিত্য করতে উপস্থিত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই মতো এবারও এই বৈঠকে তিনি উপস্থিত থাকবেন বলেই খবর। কিন্তু থাকছেন না বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য শনিবার এই বৈঠকে যোগ দিতে পটনা যাচ্ছেন। তিনি ফিরবেন রবিবার।

দেশে ৬ লক্ষ ১৬ হাজার ৩০০ গ্রামে মোবাইল সংযোগ রয়েছে : অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): দেশে ৬ লক্ষ ১৬ হাজার ৩০০ গ্রামে মোবাইল সংযোগ রয়েছে। বুধবার সংসদে জানালেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও ইলেকট্রনিক্স মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে, যোগাযোগ ও ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, সরকার দেশে ইন্টারনেট সংযোগ বাড়ানোর জন্য অনেক উদ্যোগ নিয়েছে। ৩.৯৯ লক্ষ বেস ট্রান্স-রিসিভার স্টেশন, প্রায় ৭৩৮টি জেলা জুড়ে বিটিএস মোতায়েন-সহ ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুততম ৫জি পরিষেবার রোলআউট দেখেছে।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

ওজন বাড়াতে চাইলে এই খাবারগুলি আপনার জন্য

অতিরিক্ত ওজন যেমন ভালো নয়, স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজন থাকাও ঠিক নয়। ওজন বাড়াতে স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজনের ব্যক্তিদের প্রয়োজন পুষ্টিকর খাবার, নিয়মিত শরীরচর্চা এবং সঠিক জীবনযাপন পদ্ধতি। জেনে নিন কোন কোন খাবার খেলে তাড়াতাড়ি ওজন বাড়াতে পারবেন। বিশেষজ্ঞের মতে, যেসব খাবার প্রোটিন এবং চর্বিযুক্ত কিংবা রেড মিট খেলে পেশির মাংস এবং ওজন বাড়াতে সাহায্য করে।

অন্যদিকে সামুদ্রিক খাবারে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ক্যালোরি, প্রোটিন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ বেশি থাকে, ফলে যারা ওজন বাড়াতে চায়, তাদের এই ধরনের খাবার আর্দশ। ওজন বাড়াতে চাইলে ভাতের কোনো বিকল্প নেই। বিশেষজ্ঞের মতে, ভাত শর্করা জাতীয় খাবার, এছাড়া এটি প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট এবং ক্যালেরিতে সমৃদ্ধ। তাই ভাত ওজন বাড়াতে সাহায্য করে।

যদি আপনি স্বাস্থ্যকর ডায়েট ফলো করতে চান, তবে নিজের খাদ্য তালিকায় ব্রাউন রাইস রাখতে পারেন। এইসব ছাড়াও যাদের খিদে কম তাদের জন্য অল্প ভাত খেয়েই ওজন বাড়ানো খুব সহজ। ওজন বাড়ানোর জন্য স্বাস্থ্যকর ফ্যাটের ক্ষেত্রে বাদামের জুরি মেলা ভার। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে বাদামকে আপনি স্ন্যাকসের মতো খেতে পারেন।

যা আপনাকে ওজন বাড়াতে সাহায্য করবে। বাদামে শুধুমাত্র স্বাস্থ্যকর ফ্যাটই নয়, এতে ক্যালোরিও বেশি থাকে, যা ওজন বৃদ্ধির জন্য আদর্শ। ওজন বাড়াতে প্রতিদিনের ডায়েটে আলু রাখতে ভুলবেন না। এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ফাইবার এবং ভিটামিন সি থাকে। আলু এবং স্টার্চ সমৃদ্ধ খাবার ক্যালোরিতে ভরপুর হওয়ায় ওজন বাড়াতে সাহায্য করে।

এই খাবার খাওয়ার পর জল পান করলেই বিপদ

খাবার খেতে খেতে জল খাওয়ার অভ্যাস ভালো নয়। শুধু খাবার খাওয়ার সময় নয়, খাওয়ার একদম পরেই জল পান করা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তবে অনেক সময়ে পরিস্থিতি এমন থাকে যে, খাওয়ার পরে জল না খেলে স্বস্তি পাওয়া যায় না। তেমন ক্ষেত্রে জল পান করতেই হয়।তবে কিন্তু কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলি খাওয়ার পর জল পান করা একেবারেই উচিত নয়।

সে তালিকায় সবার ওপরে থাকবে ফলমূল। ফল খাওয়ার পর জল না খাওয়াই ভালো। এতে হজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। লেবু, শসা, তরমুজের মতো ফল নিয়ম করে খেলে সুফল পাওয়া যায়।

মুখরোচক খাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে জল না খাওয়াই ভাল। তাতে এই ধরনের খাবার হজম করা কঠিন। মশলাদার খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জল যদি শরীরে যায়, তবে খাবার হজম হতে সময় বেশি নেবে। তাই ভাজা কোনও খাবার খাওয়ার অন্তত আধ ঘন্টা পর জল পান করা ভাল।

আইসক্রিম খাওয়ার পরজল খেতে বারণ করেন চিকিৎসকরা। এর কারণ, অতিরিক্ত ঠান্ডা আইসক্রিম আর সাধারণ তাপমাত্রার জল একসঙ্গে প্রবেশ করলে তা গলার ক্ষতি করতে পারে। এতে ঠান্ডা-গরম লেগে গলা ব্যথা শুরু হতে পারে।

ভাজাভুজি খেলেই শরীরে অস্বস্তি হয় ?

শীত মানেই লাগাম ছাড়া খাওয়াদাওয়া। পার্টি, পিকনিক, ভ্রমণ, বিয়েবাড়ি তো লেগেই থাকে। তাছাড়া, বাড়িতেও মাঝেমধ্যে কবজি ডুবিয়ে খাওয়াদাওয়া চলে। লাঞ্চ, ডিনারে তো জমিয়ে খাওয়া হয়ই। পাশাপাশি রোজ সন্ধ্যা বেলায়ও ভাজাভুজি খেতে মন চায়। চপ, পকোড়া, শিঙাড়া, চাউমিন, রোল, মোমো - কিছু না কিছু থাকেই প্রায় দিন বিকেলের মেনুতে।

তেল-মশলাদার খাবার খাওয়ার পরেই শুরু হয় অস্বস্তি। পেট ভার হয়ে থাকে। গ্যাস, অম্বলের সমস্যা হয়। রোজ এই ভাবে খেতে থাকলে কিন্তু রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস, ওবেসিটির সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তাই বলে কি ভাজাভুজি খাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে? না একেবারেই নয়! মাঝেমধ্যে ভাজাভুজি খাওয়া যেতেই পারে। তবে খাওয়ার পর মানতে হবে বেশ কিছু শর্ত। জেনে নিন তেলেভাজা খাওয়ার পর কী কী নিয়ম মেনে চলবেন।

গরম জল পান করুন

ভাজাভুজি খাওয়ার পর জল তেষ্টা পেলে হালকা গরম জল পান করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এতে তাড়াতাড়ি খাবার হজম হয়। ফলে পেট ভার হয়ে থাকে না।

গ্রিন টি

ভাজাভুজি খাওয়ার পর গ্রিন টি-ও খেতে পারেন। এতে থাকা ফ্ল্যাভোনয়েড ভালো হজমে সাহায্য করে। তাই তৈলাক্ত খাবার খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রিন টি খেলে শরীরের অস্বস্তি ভাব দূর হবে।

টক দই

আয়ুর্বেদ অনুসারে, ভারী খাবার খেয়ে তারপর এক বাটি টক দই খেলে সবচেয়ে ভাল উপকার পাবেন। দই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। আর খাবারও চটজলদি হজম করায়। টক দইয়ে থাকা ল্যাকটোব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া অ্যাসিডিটি প্রতিরোধ করে।

ঠান্ডা খাবার খাবেন না

ভাজাভুজি খাওয়ার পরপরই আইসক্রিম বা ঠান্ডা সফ ড্রিঙ্কস ভুলেও খাবেন না। এই সব খাবার হজম প্রক্রিয়ায় বাঁধা দেয়, ফলে পেট ভার হয়ে থাকে। বদহজমের সমস্যা দেখা দেয়। শারীরিক অস্বস্তি আরও বাড়ে।

কিছুক্ষণ হাঁটুন তৈলাক্ত খাবার বা ভাজাভুজি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমোতে যাবেন না। এতে হজমের গোলমাল শুরু হয়। শারীরিক অস্বস্তি আরও বাড়ে। তাই খাবার খাওয়ার পর খানিকক্ষণ হাঁটাচলা করুন। এতে খাবার তাড়াতাড়ি হজম হবে।

শুধু যে তেলেভাজা খাওয়ার পরই হাঁটতে হবে তা কিন্তু নয়, প্রতিটি বড় খাবারের পরেই বেশ খানিকক্ষণ হাঁটাচলা করা শরীরের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। এতে হজম ভালো হয় এবং বিপাকও বাড়ে। জোয়ানের জল খাবারের পরে হালকা গরম জলের সঙ্গে এক চা চামচ জোয়ান খাওয়া খুবই উপকারী। এতে খাবার দ্রুত হজম হয়। গ্যাস, অ্যাসিডিট, পেট ফাঁপা এবং বদহজমের সমস্যা দেখা দেয় না। এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

সকালে দুধ-কর্নফ্লেক্স খাওয়ার অভ্যাস? সাবধান, এই খাবার থেকে বাড়তে পারে ক্যান্সারের ঝুঁকি

সুস্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ এলেই চিকিতকরা বরাবর গুরুত্ব দেন খাদ্যাভ্যাসের উপর। শরীর সুস্থ রাখার অন্যতম দাওয়াই হল স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়ার অভ্যাস। বিশেষ করে, দিনের প্রথম খাবার কেমন হচ্ছে, তার ওপর অনেকটাই নির্ভর করে আমাদের শারীরিক অবস্থা। অনেকেই ব্রেকফাস্ট বা প্রাতরাশকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে খালি পেটেই কাজে বেড়িয়ে পড়েন।

কেউ আবার সব জেনেবুঝেও প্রাতরাশকে অবহেলা করেন। দিনের পর দিন এমন চলতে থাকলে দেখা দিতে পারে নানা শারীরিক সমস্যা। তাই শরীরের সামগ্রিক সুস্থতা বজায় রাখতে সকালের খাবার বাদ দিলে চলবে না। তবে শুধু খেলেই হল না, কী খাচ্ছেন সেটা দেখাও জরুরি। সকালে আমরা এমন অনেক ধরনের খাবার খাই, যাতে শরীরের লাভ তো হয়ই না, উল্টে ক্ষতি হয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আল্ট্রা-প্রসেসড ফুড বেশি খেলে খাদ্যনালী-সহ উপরের অ্যারোডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। এতে মাথা ও গলার ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকিও থাকে। ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশন এমন চার ধরনের অতি-প্রক্রিয়াজাত বা আল্ট্রা-প্রসেসড খাবারের উল্লেখ করেছে, যা সাধারণত আমরা রোজের ব্রেকফাস্টে খেয়ে থাকি এবং এর ফলে ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ে।

রেড মিট এবং প্রক্রিয়াজাত মাংস

ক্যান্সার কাউন্সিল এর মতে, রেড মিট এবং প্রক্রিয়াজাত মাংস অত্যধিক খাওয়ার ফলে পেটের ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। প্রক্রিয়াজাত মাংসের নির্দিষ্ট কিছু রাসায়নিক থাকে, যা ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়। প্রিজার্ভ করা রেড মিট কার্সিনোজেনিক। গবেষণা বলছে, রেড মিট থেকে প্রতি বছর লাখ লাখ মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রক্রিয়াজাত মাংসকে ক্লাস ওয়ান কার্সিনোজেন হিসেবে চিহ্নিত করে। কার্সিনোজেন এর অর্থ বিষাক্ত রাসায়নিক - যা ক্যান্সার ডেকে আনে।

ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল

কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করলে অ্যাক্রিলামাইড রাসায়নিক তৈরি হয়। এই অ্যাক্রিলামাইড শরীরে ক্যান্সার কোষ উতন্ন করে। প্যাকেটজাত ব্রেকফাস্ট সিরিয়ালেও এই বিষাক্ত রাসায়নিক তৈরি হয়। গবেষণা বলছে, পাউরুটি, আলু বা রাঙা আলু এমন ভাবে রান্না করা উচিত যাতে সোনালি-হলুদ রং ধরে। বেশি ভাজা বাদামি রঙের খাবারে এই ক্ষতিকর রাসায়নিক তৈরি হয়, যা শরীরে গেলে ক্যান্সার হতে পারে। ক্রাকার, কিছু বেবি ফুড, ব্রেড, বিস্কুট ও কফির ক্ষেত্রেও এই ঝুঁকি রয়েছে বলে জানিয়েছেন গবেষকরা।

ব্রেড

ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের গবেষণায় দেখা গেছে, পাউরুটির ৩৮টি জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের ৮৪ শতাংশই রাসায়নিকযুক্ত, যা আমাদের শরীরে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। পটাশিয়াম ব্রোমেট এবং পটাশিয়াম আয়োডেট বেশ কয়েক ধরনের ব্রেডের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। পটাশিয়াম ব্রোমেট হল ক্যাটাগরি ২B কার্সিনোজেন, যা ক্যান্সার সৃষ্টি করে। আর, পটাশিয়াম আয়োডেটের কারণে থাইরয়েড রোগ দেখা দেয়।

ফলের স্বাদযুক্ত দই

কিছু ফ্লেভারের দইতে অ্যাসপার্টাম নামক কৃত্রিম মিষ্টি থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই কৃত্রিম মিষ্টিকে কার্সিনোজেনিক বলে চিহ্নিত করেছে, যা ক্যানসারের কারণ। অর্থাতক্যান্সারের মতো মারণ রোগের আশঙ্কা বাড়ে এই কৃত্রিম মিষ্টির ব্যবহারে। তবে এ ব্যাপারে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

কাজের ফাঁকে স্বাস্থ্যকর কী খাবেন ভাবছেন ?

ওজন ঝরাতে ডায়েট শুরু করেছেন বটে, তবে অফিসে শত ব্যস্ততার মাঝে ডায়েটের দিকে নজর রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে। সময় বেঁধে অফিসে ঢুকলেও বেরোনোর কোনও ঠিক থাকে না। ফলে সময়ে খাওয়াদাওয়াও হয় না। কিন্তু, দিনভর কাজ করতে হলে শরীর তো চাঙ্গা রাখতে হবে। কোনও কোনও দিন কাজের চাপ এতই বেশি থাকে যে, ভারী খাবার খাওয়ার সময় থাকে না।

এমন দিনে কাজের ফাঁকে ফাঁকেই খেতে হবে অল্প অল্প খাবার, যাতে কাজের মাঝে পেটও ভরবে আর ওজনও বাগে থাকবে। জেনে নিন, রোল, চাউমিন, বার্গার ছাড়া অল্প ক্যালোরির মধ্যে সুস্বাদু কোন কোন স্ন্যাকস রাখতেই পারেন টিফিন বাক্সে? এ ক্ষেত্রে ভরসা রাখতে পারেন আলুর উপরে। না, সাধারণ আলু নয়, রাঙা আলু দিয়েই বানিয়ে ফেলতে পারেন কিছু স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস।

মিষ্টি আলুর প্যাটি: আলু ঝিরিঝিরি করে কেটে নিয়ে সঙ্গে পেঁয়াজ, বাঁধাকপি, ক্যাপসিকাম, ধনেপাতা, সামান্য কর্নফ্লাওয়ার, অল্প জল, নুন, গোলমরিচ ও চিলিফ্লেক্স মিশিয়ে মেখে নিন। এ বার সামান্য মিশ্রণ হাতে তুলে ছোট চ্যাপ্টা প্যাটির আকারে গড়ে নিন। তার পর সামান্য তেলে ঢাকা দিয়ে অল্প আঁচে ভেজে নিন। টৌম্যেটো সসের সঙ্গে টিফিনে নিয়ে যেতে পারেন এই প্যাটি।

রাঙা আলুর চাট: মুখরোচক স্ন্যাকস বলতে প্রথমেই মাথায় আসে চাটের কথা। রাঙা আলু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নিন। সামান্য তেলে লালচে করে ভেজে নিন আলুর টুকরোগুলি। এ বার আলুর মধ্যে পাতিলেবুর রস, চাট মশলা, ভাজা জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনেপাতা কুচি ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার তাতে স্বাদ মতো নুন, কাঁচা লঙ্কা কুচি ও ধনেপাতা কুচি মিশিয়ে নিলেই চাট তৈরি।

রাঙা আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই: রাঙা আলুর খোসা ছাড়িয়ে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের আকারে কেটে নিন। ভাল করে ধুয়ে নিন, যাতে আলুর মধ্যে থাকা স্টার্চ যতটা সম্ভব বেরিয়ে যায়। একটি পাত্রে ঠান্ডা জল নিয়ে, তার মধ্যে আলুর টুকরো অন্তত আধঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। এ বার জল থেকে আলু তুলে ন্যাপকিন দিয়ে চেপে চেপে সমস্ত জল শুকিয়ে নিন। আলুতে নুন ও অল্প তেল মাখিয়ে এয়ার ফ্রায়ারে ভেজে নিন। ভাজার পরিবর্তে ১৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আলু বেক করেও নিতে পারেন। ভাজা আলুতে পেরিপেরি মশলা মিশিয়ে টিফিন বাক্সে ভরে নিতে পারেন।

বয়স ৪০ পেরিয়েছে? মেনে চলুন খাওয়াদাওয়ার এই ৬ নিয়ম

আজকাল বয়স ৪০ পেরোতে না পেরোতেই শরীরে জাঁকিয়ে বসে একাধিক সমস্যা। শরীর ভিতর থেকে কমজোরি হয়ে পড়তে শুরু করে। অল্পেতেই যেন খুব ক্লান্তবোধ হয়। ঘাটতি পড়ে এনার্জিতেও। কোলেস্টেরল, প্রেশার, সুগারের মতো নানা ক্রনিক সমস্যা ধীরে ধীরে বাসা বাঁধতে থাকে। এ সবের মূল কারণ কিন্তু আমাদের রোজকারের খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রা। তাই চল্লিশের আগে থেকেই নিজের প্রতি বাড়তি যত্ন নেওয়া জরুরি। নাহলে বয়সকালে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে শুরু করবে।

বয়স যা-ই হোক, সুস্থ থাকতে খাওয়াদাওয়ার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোজ কী খাচ্ছেন, তার উপর অনেকাংশ নির্ভর করে স্বাস্থ্যের হাল। গবেষণা বলছে, স্বাস্থ্যকর খাদ্যভ্যাস মধ্যবয়সী ব্যক্তিদের জীবনকাল প্রায় এক দশক বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই ৪০-এর পর খাওয়াদাওয়ায় পরিবর্তন আনা খুব জরুরি। জেনে নিন, ৪০-এর পরেও ফিট অ্যান্ড ফাইন থাকতে রোজের ডায়েটে কী বদল আনবেন।

অস্বাস্থ্যকর ফ্যাট, চিনি এবং সোডিয়াম

৪০ বছর বয়সের পরে অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া একেবারেই বন্ধ করতে হবে। বিশেষ করে যে সব খাবারে চিনি, নুন ও ফ্যাটের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে, সে সব খাবার একেবারেই খেলে চলবে না। বাইরের খাবারও এড়িয়ে চলতে হবে। এগুলি বেশি খেলে হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি থাকে।

ফাইবার, ভিটামিন এবং খনিজ

ফাইবার, মিনারেল, ভিটামিন আছে এমন খাবার বেশি করে খেতে হবে। এই পুষ্টিগুলি শরীর সুস্থ ও ফিট রাখে। দীর্ঘস্থায়ী রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধ করে। এগুলির অভাবে নানা অসুখ বাসা বাঁধতে পারে শরীরে।

অন্ত্রের স্বাস্থ্য

একটা বয়সের পর থেকে পেটের নানা গোলমাল লেগেই থাকে। গ্যাস, অ্যাসিডিটি, অম্বলের সমস্যা হামেশাই হয়। এই সব সমস্যা থেকে আরও অনেক রোগের ঝুঁকি বাড়ে। তাই অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া এবং সময়মতো খাওয়াদাওয়া করা প্রয়োজন।

ফল ও শাকসবজি

সুস্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত টাটকা ফলমূল ও শাকসবজি খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিতকরা। এই খাবারগুলিতে ভিটামিন, খনিজ, ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। এগুলি সামগ্রিক শরীর সুস্থ রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।

ফ্যাটি ফিশ

স্যালমন, ম্যাকেরেল এবং সার্ডিন জাতীয় মাছে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে প্রচুর পরিমাণে, যা হার্টের জন্য খুবই উপকারী। তাই সুস্থ থাকতে রোজের ডায়েটে অবশ্যই রাখুন এই সব ফ্যাটি ফিশ।

বাদাম এবং বীজ

নানা ধরনের বাদাম এবং বীজেও ভিটামিন, মিনারেল, ফাইবার, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট রয়েছে ভরপুর পরিমাণে। এগুলি হার্টের জন্য উপকারী এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে। এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিতকের পরামর্শ নিন।

গর্ভাবস্থায় যে খাবারগুলো নিরাপদ মহিলাদের জন্য

গর্ভাবস্থায় সুষম খাদ্যাভ্যাস মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক কী কী খাবেন এই সময়ে, কোন কোন খাবার কতটা পরিমাণে খাওয়া দরকার, কোন কোন খাবার খাওয়া এই সময় নিরাপদ তা অনেকেই জানেন না। এই সময় ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খুব জরুরি।উদ্ভিজ উত সব সময় বেছে নেওয়া উচিত কারণ এটা প্রাকৃতিক।

প্রোটিন সমৃদ্ধ যে কোনো ধরনের ডাল খাওয়া এই সময় একান্ত দরকার। সাথে মটর শুটি, সোয়াবিন খাওয়া ভালো কারণ এতে আয়রন এর সাথে অন্যান্য দরকারি ভিটামিন ও উপাদান থাকে। সিম জাতীয় খাবার বেছে নেওয়া যেতে পারে। এদের অনেকের মধ্যেই ভিটামিন "এ" থাকে যা শরীরের বিকাশে এবং গঠনে সাহায্যকারী। এতে জন্মের পর অনেক সময় বাচ্চা কম ওজনের হওয়া থেকে মুক্তি পায়। এই সময় দুগ্ধজাত খাবার খাওয়া একান্তই দরকার। কারণ এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম- যা শরীরের গঠনে সাহায্য করে। এর সাথে থাকে জিংক, ম্যাগনেসিয়াম। এদের ভূমিকাও একই। এর মধ্যে সব থেকে বেশি ভালো দই। এই দই হজম ক্ষমতা ঠিক রাখে। সাথে প্রবায়তিক থাকার জন্যে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া শরীরে বাসা বাঁধতে পারে না। এই সময় মিষ্টি আলু খেতে পারেন। এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে বেটা ক্যারোটিন। যা শরীরে গিয়ে ভিটামিন এ তৈরি হয়। ভিটামিন এ শরীরের কোষ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে ভিটামিন এ খাওয়া জন্যে অবশ্যই উদ্ভিজ উত বেছে নেওয়া ভালো।গর্ভবস্তায় ডিম, সামুদ্রিক মাছ, মাংস খাওয়া উচিত।সামুদ্রিক মাছ অবশ্যই খাওয়া ভালো। কারণ সামুদ্রিক মাছে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে যা শরীরের জন্যে দরকারি। এটা মস্তিষ্ক এবং চোখের উপকারে লাগে। তবে চিকিৎসকদের মতে বেশি পরিমাণে সামুদ্রিক মাছ খাওয়া ভালো না কারণ এতে অনেক সময় অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক শরীরে যেতে পারে। তাই সপ্তাহে দুদিনের বেশি কখনোই না।

ডিম সুষম খাদ্য।পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে এবং সুষম খাদ্য হিসেবে ডিমের কদর অনেক দিন থেকেই। তাই অবশ্যই ডিম খাওয়া দরকার। তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে ডিম যেনো সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়। একটা ডিমে অন্যান্য ভিটামিনের সাথে প্রায় ৮০ ক্যালোরি থাকে। মাংস এই সময় খাওয়া যেতেই পারে। কারণ প্রাণীজ প্রোটিনের দরকারও আছে শরীরে। তবে পরিমিত পরিমাণে। তেল মশলা ছাড়া সাধারণ রান্না কোনো এক সময় খাওয়া যেতে পারে। চিকেন স্টু করে খাওয়াও যেতে পারে। প্রতিদিনের খাবারে অবশ্যই সবুজ শাকসবজি রাখতে হবে। সবুজ শাকসবজিতে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন কে থাকে। সাথে থাকে আয়রন, ফসফরাস, প্রাকৃতিক জিংক এবং ম্যাগনেসিয়াম। পাতাওয়ালা সবজি যেমন পুঁই শাক বা পালং শাক, ব্রকলি খাওয়া দরকার। এছাড়া প্রতিদিনের খাবারে অবশ্যই ফল রাখা জরুরি। যেকোনো ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন থাকে। তাই ভিটামিনের প্রাকৃতিক উত হিসেবে যেকোনো খাবারের মধ্যে ফল অন্যতম। যেমন লেবুতে ভিটামিন সি থাকে। আপেলে আয়রন থাকে। শরীরের দরকার অনুযায়ী ফল খাওয়া একান্ত দরকার। অনেকে ড্রাই ফ্রুট পছন্দ করেন। তাও বেছে নিতে পারেন। খেজুর বা কিশমিশ খেতে পারেন।

বুধবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে ডা. বি আর আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়।। ছবি- নিজস্ব।

‘গোমূত্র’ মন্তব্যে ক্ষমা চাইলেন ডিএমকে নেতা, সেন্থিলকুমার বললেন নিজের কথা প্রত্যাহার করছি

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : ‘গোমূত্র রাজ্য’ মন্তব্যে ক্ষমা চাইলেন ডিএমকে নেতা ও সাংসদ ডিএনভি এস সেন্থিলকুমার। বুধবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে, লোকসভায় নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে সেন্থিলকুমার বলেছেন, নিজের কথা আমি প্রত্যাহার করছি। সনাতন ধর্ম নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের রেশ কাটার আগেই নতুন বিতর্ক বাধিয়ে বসেন ডিএমকে সাংসদ এস সেন্থিলকুমার। সনাতন-বিতর্কের কেন্দ্রে ছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে শীর্ষ নেতা এম কে স্ট্যালিনের ছেলে উদয়নিধি।

এবার তাঁর দলেরই সাংসদ সেন্থিলকুমার গো-বলয়ের রাজ্যগুলিকে ‘গোমূত্র রাজ্য’ বলেছেন। পত্রপাঠ আক্রমণে নেমে পড়ে বিজেপি। বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’-র অন্যতম শরিক ডিএমকের নেতার এই বক্তব্য থেকে গোড়াতেই দূরত্ব তৈরির কৌশল নিয়েছে কংগ্রেস।

বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য বুধবার সংসদে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চেয়েছেন সেন্থিলকুমার। এদিন লোকসভায় ডিএমকে সাংসদ ডিএনভি এস সেন্থিলকুমার বলেছেন, ’গতকাল আমার দেওয়া বিবৃতিটি অসাবধানতাবশত, যদি এই মন্তব্য সদস্যদের এবং জনগণের অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে থাকে, তবে আমি তা প্রত্যাহার করতে চাই। আমি শব্দগুলিকে প্রত্যাহার করছি। আমি এ জন্য দুঃখিত।’

সদ্য যে পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন হয়েছে, তাতে গো-বলয়ের তিন রাজ্য মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানে জিতেছে বিজেপি। সাধারণত ওই তিন রাজ্য ছাড়াও উত্তর প্রদেশ ও বিহারকে গো-বলয়ের রাজ্য হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। মঙ্গলবার লোকসভায় জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন (সংশোধনী) বিল নিয়ে বলতে উঠে সেন্থিল বলেন, “দেশের মানুষকে বুঝতে হবে, বিজেপি কেবল হিন্দিভাষী রাজ্যগুলি থেকে জিতছে যাদের আমরা গোমূত্র রাজ্য বলে থাকি।” সেন্থিলের কথার প্রতিবাদ করেন বিজেপি সাংসদ মীনাক্ষি লেখি। বলেন, “এই বক্তব্য সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি অসম্মান। অতীতেও এঁরা সনাতন ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করেছেন। ফল কী হয়েছে, সবাই দেখেছে।”

৮ ডিসেম্বর দেহরাদূন যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, উদ্বোধন করবেন উত্তরাখণ্ড গ্লোবাল ইনভেস্টরস সম্মেলন

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : দেহরাদূনে আগামী শুক্রবার উত্তরাখণ্ড গ্লোবাল ইনভেস্টরস সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সম্মেলনটি শুক্রবার, ৮ ডিসেম্বর শুরু হবে। চলবে দুদিন ধরে। প্রধানমন্ত্রীর কার্য্যালয় (পিএমও) বুধবার এক বিবৃতিতে একথা জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী ৮ ডিসেম্বর উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূনে সফর করবেন। দেহরাদূনের ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ এই ইনস্টিটিউটে তিনি ‘উত্তরাখণ্ড গ্লোবাল ইনভেস্টর সামিট ২০২৩’-এর উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জনগণের উদ্দেশে ভাষণও দেবেন। ”উত্তরাখণ্ড গ্লোবাল ইনভেস্টরস সম্মেলন ২০২৩” হল উত্তরাখণ্ডকে একটি নতুন বিনিয়োগ গন্তব্য হিসাবে প্রতিষ্ঠার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ৮ ও ৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী সম্মেলনের থিম হল ”শান্তি থেকে সমৃদ্ধি”। সারা বিশ্বের হাজার হাজার বিনিয়োগকারী এবং প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ নেবেন। এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের পাশাপাশি নেতৃস্থানীয় শিল্পপতিরা।

নিষ্পাপ শিশু কন্যার মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক : শিবরাজ সিং চৌহান

ভোপাল, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলায় ৫ বছরের শিশুকন্যার মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। শিশুকন্যার পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী চৌহান সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে লেখেন যে, বুধবার ভোপালের হামিদিয়া হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন রাজগড় জেলায় ২৫ ফুট গভীর নলকূপে পড়ে নিষ্পাপ শিশু কন্যার মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এই দুঃসময়ে আমরা সবাই নিষ্পাপ শিশুটির পরিবারের পাশে আছি এবং মেয়েটির পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা কথাও জানান চৌহান।

উল্লেখ্য, মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলার পিপলিয়া রাসোদা গ্রামের পাঁচ বছরের নিষ্পাপ মাহি মঙ্গলবার একটি খামারের খোলা নলকূপের গর্তে পড়ে গিয়েছিল। খবর পাওয়া মাত্রই এসডিআরএফ, এনডিআরএফ এবং জেলা প্রশাসনের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে। প্রায় নয় ঘণ্টা ধরে চলা উদ্ধার অভিযানের পর বুধবার ভোর ৩টে নাগাদ শিশুকে নিরাপদে বের করে আনা হলেও শেষরক্ষা হয়নি। ভোপালের হামিদিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার সকাল সাতটার দিকে শিশুর মৃত্যু হয়।

জোড়া হত্যা মামলায় ফেরার আসামী দূর্গাপুরে গ্রেফতার

বাঁকুড়া, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : প্রতিবেশী শিক্ষক ও তার পুত্রকে হত্যার আসামী পিন্টু রুইদাস সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে বাঁকুড়া পুলিশ। এখবর জানিয়ে পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারী জানান, ঘটনায় আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে ফেরার মূল আসামি সহ চারজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। গত ৩ ডিসেম্বর বাঁকুড়া শহরের ১১নম্বর ওয়ার্ডের নতুন চটিতে জমি বিবাদের জেরে প্রতিবেশী এক প্রাক্তন শিক্ষক ও তার ছেলে ওস্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র ও রড নিয়ে আক্রমণ করে পিন্টু রুইদাস।পুলিশ এসে মারাত্মক জখম অবস্থায় তিনজনকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।সেখানে আক্রান্ত প্রাক্তন শিক্ষক মথুরা মোহন দত্ত(৬৪)ও তার পুত্র শ্রীধর দত্ত(২৪) মারা যায়।মথুরা বাবুর স্ত্রী আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় শহর জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। নৃশংস এই হত্যা কান্ডে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি ওঠে। এদিকে এই ঘটনার পরেই মূল আসামি পিন্টু রুইদাস সপরিবারে গা ঢাকা দেয়। তারা শহরের লালবাজার এলাকায় আত্মীয় বাড়িতে আশ্রয় নেয় বলে পুলিশ জানতে পারে।কিন্তু সেখানে হানা দিয়ে তাদের খোঁজ পায়নি পুলিশ। সেখান থেকে তারা শহর ছেড়ে পালিয়েছে বলে পুলিশ জানতে পারে। তারপরই পুলিশ জেলা লাগোয়া বিভিন্ন এলাকায় ওৎ পেতে থাকে।তৈরী করা হয় স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম।। গতকাল দূর্গাপুর বাসস্ট্যান্ডে পিন্টু তার স্ত্রীনমিতা দুই ছেলে মহেশ্বরও বিশ্বেশ্বর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারী জানান অভিযুক্ত তার দোষ কবুল করেছে।

বাবাসাহেব আম্বেদকরের নীতি সকলের অনুসরণ করা উচিত : প্রধান বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকরের তিরোধান দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। বুধবার সকালে দিল্লিতে বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। তিনি বলেন, বাবাসাহেব আম্বেদকরের নীতি সকলের অনুসরণ করা উচিত।

যুব সমাজের কাছে আহ্বান জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় বলেছেন, ’ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরের জীবনের নীতিগুলি যুবসমাজ-সহ সকলের অনুসরণ করা উচিত। আমরা অনেক উপায়ে এই নীতিগুলি অনুসরণ এবং বাস্তবায়ন করতে পারি। এই বছর আমরা সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে বাবাসাহেব আম্বেদকরের একটি মূর্তি পেয়েছি, মনে হচ্ছে তিনি আমাদের মধ্যে আছেন।’

বিকল্প জ্বালানি ও জৈব জ্বালানির প্রচারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকার : নীতিন গড়করি

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিকল্প জ্বালানী এবং জৈব জ্বালানী প্রচারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকার এবং এই লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বুধবার সংসদে এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করি। রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর দিতে গিয়ে গড়করি বলেন, দেশে ইথানল পাম্প স্থাপন করা হচ্ছে এবং ই-বাহন ও হাইড্রোজেন গাড়ির প্রচার করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, দেশে ফ্লেক্স-ফুয়েল ইথানল চালিত গাড়ি চালু হয়েছে। মন্ত্রী আরও বলেন, জেসিবি দ্বারা হাইড্রোজেন চালিত কনস্ট্রাকশন মেশিনও চালু করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই নির্মাণ কাজে যানবাহনের দূষণ পরীক্ষা করার জন্য হাইড্রোজেনে চালিত ট্রাকগুলিও চালু করা হবে।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এখনই তথ্য সামনে আনা যাবে না, মন্তব্য সিবিআইয়ের

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এখনই তথ্য সামনে আনা যাবে না বলে আদালতকে জানাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। আদালতে সিবিআই আইনজীবীর আশঙ্কা, এখনই তদন্তের তথ্য প্রকাশ্যে আনা হলে অনেক প্রমাণ লোপাট হয়ে যেতে পারে!

নিয়োগ মামলায় দ্রুত তদন্ত শেষ করার জন্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের নির্দেশে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা ফিরেছে কলকাতা হাইকোর্টে।

হাইকোর্টের তরফে বিশেষ বেঞ্চও গঠন করা হয়েছে। হাইকোর্টের বিশেষ ওই বেঞ্চের কাছেই বুধবার একথা জানিয়েছেন সিবিআইয়ের আইনজীবী।

‘কাকু’র স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নথি নিয়ে সুপারকে ইডি দফতরে তলব

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): অসুস্থ হলেই রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীরা আসেন এসএসকেএম হাসপাতালে। এ বার সেই এসএসকেএমর সুপারকেই তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। সুপারকে বুধবারই এসে দেখা করতে বলেছে তারা ইডির দফতরে। সেই সঙ্গে তাঁকে বলা হয়েছে, নিয়োগ মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ‘কালীঘাটের কাকু’ ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর

একটি স্বাস্থ্য রিপোর্ট সঙ্গে নিয়ে আসতে। এসএসকেএমে এই মুহূর্তে ‘চিকিৎসাধীন’ রয়েছেন ‘কাকু’।

চিকিৎসার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই এসএসকেএমের হাসপাতালে রয়েছেন সুজয়বাবু। ইডি সম্ভবত জানতে চায়, তার এখনও আরও কতটা চিকিৎসার প্রয়োজন? আপাতত কেমন আছেন তিনি? সম্ভবত সেই জন্যই ‘কালীঘাটের কাকু’র চিকিৎসা সংক্রান্ত বিশদ রিপোর্ট নিয়ে এসএসকেএম হাসপাতালের সুপারকে আসতে বলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি।

এর আগেও বহুবার সুজয়কে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন ইডির গোয়েন্দারা। তদন্তের প্রয়োজনে ‘কালীঘাটের কাকু’র কণ্ঠস্বরের নমুনাও তাঁরা সংগ্রহ করেছেন তাঁরা। তবে এ বার আর এসএসকেএমে যাননি তাঁরা। বদলে ডেকে পাঠিয়েছেন সুপারকেই।

আইএনডিআই’ জোটের দলগুলি দেশকে ভাগ করার চেষ্টা করছে : মেঘওয়াল

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : ’আইএনডিআই’ জোটের দলগুলি দেশকে ভাগ করার চেষ্টা করছে, বলে বুধবার অভিযোগ করেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। তিনি বুধবার উত্তর-দক্ষিণ লাইনে দেশকে বিভক্ত করার চেষ্টা করার জন্য ’আইএনডিআই’ জোটের দলগুলিকে অভিযুক্ত করেছেন। তিনি এদিন আরও বলেন, বিরোধীরা তাঁদের এই প্রচেষ্টায় অবশ্যই ব্যর্থ হবে।

মেঘওয়াল জানান, ডিএমকে সাংসদ ডি এন ভি সেন্থিল কুমার মঙ্গলবার বিজেপির জয়কে আক্রমণ করে। সেন্থিল বলে যে ’বিজেপি যে রাজ্যগুলিতে জিতেছে সেই রাজ্যগুলি ”গৌমূত্র” (গোমূত্র) রাজ্য।’ রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জিতেছে, আর তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস জয়ী হয়েছে। মন্ত্রী জানান, লোকসভায় ডিএমকে ফ্লোর নেতা টি আর বালুর কাছে ক্ষমা চাওয়া হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

শীর্ষ ক্ষমতাধর নারীদের তালিকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ০৬।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার প্রকাশিত মার্কিন সাময়িকী ফোর্বসের ‘দ্য ওয়ার্লস মোস্ট পাওয়ারফুল উইমেন ২০২৩’-এর তালিকায় ৪৬তম স্থান দখল করেছেন। আগের বছর তিনি ফোর্বসের শক্তিশালী নারীদের তালিকায় ৪২ তম স্থানে ছিলেন। এছাড়াও তিনি ‘রাজনীতি ও নীতি’ বিভাগে ১৮ জন নারীর মধ্যে ৯ম স্থান অধিকার করেছেন। ২০২৩ র্যাঙ্কিংয়ে নারীরা ছয়টি বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করেন: ব্যবসা, প্রযুক্তি, অর্থ, মিডিয়া ও বিনোদন, রাজনীতি ও নীতি এবং জনহিতৈষণা। প্রতিটি বিভাগের মধ্যে র্যাঙ্ক নির্ধারণ এবং পাশাপাশি ১০০ জনের তালিকায় সামগ্রিক র্যাঙ্ক নির্ধারণ করতে ফোর্বস চারটি মেট্রিক্স প্রয়োগ করেছে: অর্থ, মিডিয়া, প্রভাব এবং প্রভাব বলয়। যারা বৈশিষ্ট্যযুক্ত তারা হল ফোর্বস কর্পোরেট থেকে সৃজনশীল বিশ্বের প্রতিটি সেক্টরে ক্ষমতা বিষয়ে একটি আধুনিক, দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এমন নির্মাতা, উদ্ভাবককে তুলে ধরেছে। ফোর্বস মঙ্গলবার বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ১০০ নারীর ২০তম বার্ষিক র্যাঙ্কিং ঘোষণা করে। তালিকাটি আজকের বিশ্বে জীবন-পরিবর্তনকারী প্রভাব ফেলেছেন এমন সবচেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ী নারী সিইও, বিনোদন ব্যাক্তিত্ব, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী ও নীতিনির্ধারকদের নির্দিষ্ট র্যাঙ্কিং।

ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লেয়েন টানা দ্বিতীয় বারের মতো এবারও তালিকার শীর্ষে রয়েছেন। এরপরে রয়েছেন-ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্ড ও মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। এদু’জন তাদের র্যাঙ্কিং যথাক্রমে দুই ও তিন নম্বরে ধরে রেখেছেন। আমেরিকান গায়ক-গীতিকার টেলর সুইফ তালিকার সূচনার পর থেকে প্রথমবারের মতো একজন বিনোদন ব্যক্তিত্ব হিসেবে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছেন।

শেখ হাসিনাকে নিয়ে ফোর্বসের প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল অনুযায়ী বাংলাদেশের ইতিহাসে দীর্ঘতম সময় ধরে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন শেখ হাসিনা, বর্তমানে তার চতুর্থ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা নারী সরকার প্রধান।

২৩৫৪৯ শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মীকে নোটিস পাঠাচ্ছে কলকাতা হাই কোর্ট

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): এসএসসিতে ২০১৬ সালে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেককে একটি নোটিস পাঠাতে বলল কলকাতা হাই কোর্ট। গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের সমস্ত শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীকে এই নোটিস পাঠাতে হবে অবিলম্বে।

নোটিসে তাঁদের জানানো হবে ২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলাটি এখন কলকাতা হাই কোর্টে চলছে। একই সঙ্গে বলা হবে এই মামলা সম্পর্কে যদি তাঁদের কিছু বলার থাকে, তবে তাঁরা সে কথা আদালতে এসে জানাতে পারেন।

২০১৬ সালের এসএসসির নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে হাজার হাজার শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিল করেছিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এই মামলা এবং নোটিস সেই মামলারই সূত্রে।

তবে এখন আর মামলাটি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে নেই। সুপ্রিম কোর্ট ঘুরে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির নির্দেশে এখন মামলাটির শুনানি চলছে হাই কোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে। বুধবার সেখানেই শুনানি ছিল মামলাটির। তিনিই ওই নোটিস পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তবে নোটিস পাঠানোর কারণের নেপথ্যে রয়েছে একটি আর্জি।

২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগে অনেকে খালি খাতা বা ফাঁকা ওএমআর শিট জমা দিয়েও চাকরি পেয়েছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। এই ভাবে চাকরি পাওয়া ওই শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীদের অযোগ্য বলে জানিয়ে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন।

সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে চাকরিপ্রাপকরা দাবি করেন, তাঁদের কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই চাকরি বাতিল করা হয়েছে। যার জেরে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয় ওই নির্দেশে।

আইনজ্ঞদের অনেকেই মনে করছেন বুধবার কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সেই ফাঁক রাখতে চায়নি। তারা আগেই ওই নোটিস ধরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বলা হয়েছে, নোটিসে ওই চাকরিপ্রাপকদের জানাতে হবে, মামলা বিচারাধীন রয়েছে, কেউ চাইলে আদালতে আসতে পারবেন। নিজেদের যা বলার তা বলতে পারবেন।

তামিলনাড়ুর দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সান্ত্বনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : তামিলনাড়ুর দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের স্বান্ত্বনা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, “তামিলনাড়ুর দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত। সেখানে ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম ১৬ জন মানুষের প্রাণ নিয়েছে। এ ছাড়াও অনেক ক্ষতি করেছে। আমার ভ্রাতৃসম মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বীরত্বের সাথে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমি তাঁকে এবং চেন্নাই এবং তামিলনাড়ুর দুস্থ মানুষের প্রতি আমার সংহতি ও সমর্থন প্রকাশ করছি। অন্ধ্রপ্রদেশেও ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সমর্থন ও সংহতি জানাই।”

প্রসঙ্গত, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, পুদুচেরিতে ধ্বংসলীলা চালিয়ে এখন অনেকটাই দুর্বল মিগজাউম। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে অঝোরধারায় বৃষ্টি হয়েছে চেন্নাইতে। শহর চলে গিয়েছিল জলের তলায়। এখনও সেই জল পুরোপুরি না নামলেও পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে।বৃষ্টিপাত হচ্ছে এখনও। সোমবার থেকে বৃষ্টির তীব্রতা একটু একটু করে কমেছে।

ঝড়ে কার্য্যত থেমে গিয়েছিল জীবনযাপন। একের পর এক মৃত্যু্যো হয়েছে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় জনিত কারণে। মঙ্গলবার, বৃহত্তর চেন্নাই পুলিশ জানায়, শহরে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বিভিন্ন ঘটনায় ১৭ জন ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছে। আই এম ডি জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ের অবশিষ্ট অংশ নিম্নচাপ হয়ে অন্ধ্র প্রদেশ ওড়িশা উপকূলে অবস্থান করছে।

কড়া পদক্ষেপ কেজরিওয়ালের, দিল্লি জল বোর্ডের ১৫ বছরের রেকর্ড খতিয়ে দেখতে ক্যাগকে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): দুর্নীতি নিয়ে এবার কড়া পদক্ষেপ নিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এবার জল বোর্ডের রেকর্ড খতিয়ে দেখতে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলকে নির্দেশ দিলেন তিনি। বিগত ১৫ বছরের রেকর্ড খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। দিল্লির সরকারের ওপর দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে দুর্নীতি রুখতে কড়া পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের।

মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে বুধবার জানানো হয়েছে, ’দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লি জল বোর্ডের ক্যাগ অডিটের নির্দেশ দিয়েছেন। বোর্ডের গত ১৫ বছরের একটি ক্যাগ অডিট করা হবে।’ উল্লেখ্য, সম্প্রতি জল বোর্ডের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল এদিন বলেছেন, ’বিরোধীরা কিছু অভিযোগ তুলছে। সুতরাং, এর ফলে (অডিট) সবকিছু পরিষ্কার হবে। আমরা গত ১৫ বছর ধরে দিল্লি জল বোর্ডের একটি ক্যাগ অডিটের নির্দেশ দিয়েছি... কেউ যদি কিছু ভুল করে থাকে তবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। কোনও অমিল না থাকলে, সত্য বেরিয়ে আসবে।’

রাজগড় : রাস্তাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ছয়জন

রাজগড়, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলার সুথালিয়া থানার টনকা গ্রামে রাস্তা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। উভয় পক্ষ একে অপরকে মারধর করে ও হত্যার হুমকি দেয়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ছয়জন আহত হয়। বুধবার পুলিশ ১০ জনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

আম্বেদকরের

● প্রথম পাতার পর

কাজ করে গেছেন তা আজও প্রাসঙ্গিক। সমাজের পিছিয়েপড়া জনগণের জন্য তিনি যে কাজ করেছিলেন তা একটা সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। এই সামাজিক আন্দোলন আগে হলেও ২০১৪ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সেই আন্দোলন আরও গতি পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ড় বি আর আম্বেদকরের জীবন দর্শনকে পাথেয় করে পিছিয়েপড়া জনগণের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছেন। রাজ্য সরকারের তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরও রাজ্যের পিছিয়েপড়া জনগণের জন্য যে সমস্ত প্রকল্প রূপায়ণ করছে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।অনুষ্ঠানে তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, বিশ্বে এমন কিছু মহামানব জন্মেছেন যাঁরা তাঁদের কর্মের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। এরমধ্যে ভারতরত্ন ড় বি আর আম্বেদকর একজন। ড় বি আর আম্বেদকর তাঁর কর্মের মাধ্যমেই দেশকে দিশা দেখিয়েছিলেন। ড় বি আর আম্বেদকরের চিন্তা-ভাবনা-চেতনাকে পাথেয় করেই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করছে সরকার। অনুষ্ঠানে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার বিভিন্ন মনিষী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মর্মর মূর্তি স্থাপনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। বিধানসভা প্রাঙ্গণে ড় বি আর আম্বেদকরের মূর্তি স্থাপন অবশ্যই একটি প্রাসঙ্গিক উদ্যোগ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব বি এস মিশ্রা ও অধিকর্তা অসীম সাহা।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

গৃহবধূ কে খুন করে তারই স্বামী মিন্টু দেববর্মা বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরও জানিয়েছেন ,গত পরশুদিন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রচন্ড ঝগড়া হয়। জেসমিন এর বাড়ী খোয়াই এর চাম্পাহাওর থানাধীন এলাকায়। স্বামী স্ত্রীর ঝগড়ার পর জেসমিন এর বাপের বাড়ির লোকজন এসে মিটমাট করে দেয় বলেও খবর। মঙ্গলবার সকালে স্বামী স্ত্রী মিলে যায় রাবার বাগানে। এরপর আবার ওই রাবার বাগান সংলগ্ন জঙ্গলে প্রচন্ড স্বামী স্ত্রীর প্রচন্ড ঝগড়া শুরু হয়েছিল। পুলিশের মতে সেই সময় ধারালো কিছু দিয়ে পর পর আঘাত করে খুন করা হয়েছে জেসমিন দেববর্মাকে। এরপর তার দেহ মাটি চাপা দিয়েছিল স্বামী। খবর পেয়ে এক্সেকিউটিভ মেজিস্ট্রেট এর উপস্থিতিতে মাটির নিচ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কল্যাণপুর হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল।তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন কান্তি ত্রিপুরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাত নয় টা নাগাদই নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছিল। কারণ মৃতা জেসমিন এর স্বামী খুন করার পর বাড়ী এসে দুই পুত্র সন্তানকে চাম্পাহাওর শশুরবাড়ীতে রেখে গা ঢাকা দিয়েছিল।এদিকে কল্যাণপুর থানার ওসি তাপস মালাকার জানিয়েছেন, মৃতার কাকার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধি ৩০২/২০১/৩৪ ধারায় মামলা রুজু করেছে। বর্তমানে মৃতার স্বামী মিন্টু দেববর্মা পলাতক। তাঁর খোঁজে জোরদার তল্লাশি জারি রেখেছে পুলিশ।

তিন

● প্রথম পাতার পর

দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিশালগড় থানার পুলিশ। তবে ঘুমন্ত অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনা হয়েছে বলে নিজে স্বীকার করেছেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির চালক গৌতম দেবনাথ। পরপর দুটি যান দুর্ঘটনায় আজ বিশালগড় জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

শোক

● প্রথম পাতার পর

দিব্বাঙ্গরা কোন প্রকারে তাঁর মাকে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেনি। সুব্রত বাড়ি ফিরে তার স্ত্রীকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ অবস্থায় দেখতে পেয়ে খবর দিয়েছে দমকলবাহিনীকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিধানসভায় চা বাগান নিয়ে আলোচনা না হওয়ায় বিজেপি বিধায়কদের কক্ষত্যাগ

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : চা বাগান নিয়ে বিধানসভা অধিবেশনে আলোচনা করতে চেয়েও স্পিকারের অনুমতি না পাওয়ায় বুধবার বিজেপি বিধায়করা দল বেঁধে ধ্বনি দিতে দিতে কক্ষত্যাগ করেন।

পরে বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা দলের আলিপুরদুয়ার জেলার প্রধান মনোজ টিগ্গা সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "চা বাগানের শ্রমিকরা সঙ্কটে আছেন। তাঁদের গ্র্যাচুইটির টাকা দেওয়ার কথা বাগান মালিকদের। মালিকরা তা দিচ্ছেন না। পানীয় জল, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পড়ুয়াদের স্কুলে যাতায়তের গাড়ি দেওয়াএ রকম কোনও সুযোগ শ্রমিকরা পাচ্ছে না। কিন্তু রাজ্য সরকার এ নিয়ে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। আমরা চাইছিলাম আজ এই বিষয়ে আলোচনা করতে। কিন্তু স্পিকার তার অনুমতি দেননি। আমরা তাই অধিবেশন থেকে কক্ষত্যাগ করেছি।"

বন্ধ চা বাগানগুলোয়এক বছরের মধ্যে খুলে দেওয়ার কথা ছিল। তার কী হল? সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তরে মনোজবাবু বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র পরিকাঠামোয় বাগানের তিনটি ভাগ আছে। উন্নয়নের দিকটা দেখে টি বোর্ড। শ্রমিকদের দিকটা দেখার কথা রাজ্য সরকারের। তাই রাজ্য যথাযথ সহযোগিতা না করলে কেন্দ্র আগ্রহী হলেও বন্ধ বাগানগুলো খোলা সম্ভব নয়।"

জাতীয় লোক আদালত

● প্রথম পাতার পর

মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ মামলা ৪০৬টি, ভোক্তা আদালত সংক্রান্ত ৪টি মামলা, আপোষযোগ্য ফৌজদারি বিরোধের ১০,৮৯০টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধের ২৩২টি মামলা, চেক বাউন্স সংক্রান্ত (এনআই অ্যাক্ট) ১২৮টি মামলা, অন্যান্য দেওয়ানি সংক্রান্ত ৮৫টি মামলা এবং কর্মচারিদের বিষয় সংক্রান্ত ১৬টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে।

ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে একটি বেঞ্চ বসবে। এই বেঞ্চে ৮২টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। লোক আদালতে সবচেয়ে বেশি ১৯টি বেঞ্চে বসবে আগরতলা আদালত চত্বরে। ইতিমধ্যে মামলার উভয়পক্ষকেই নোটিস দেওয়া হয়েছে। আদালত চত্বরে নাগরিকদের সাহায্যের জন্য হেল্প ডেস্ক থাকবে। প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়াররা আদালত চত্বরে নোটিসপ্রাপ্ত হয়ে আসা লোকজনদের সাহায্য করবেন।

গত ৪ ডিসেম্বর থেকে লোক আদালত সংক্রান্ত মামলাগুলির পূর্ব বোঝাপড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সমস্ত অফিসে। আগামী ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ব বোঝাপড়া প্রক্রিয়া চলবে। ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব ঝুমা দত্ত চৌধুরী জাতীয় লোক আদালতে দ্রুত ও বিনা আইনি খরচে আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির সুবিধা নিতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করেছেন।

রাস্তায় ছাত্রছাত্রীরা

● প্রথম পাতার পর

নেমে পথ অবরোধের মতো আন্দোলনের কর্মসূচি সংগঠিত করে স্কুল পড়ুয়ারা, আজ সকাল দশটা থেকে মনিরামবাড়ি বাজার সংলগ্ন ঋষ্যমুখ ভায়া জোলাইবাড়ী রাস্তার উপর বইয়ের ব্যাগ রেখে অবরোধ করে রাখে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা,অবরোধের জেরে স্তব্দ হয়ে যায় যান চলাচল , দুই সপ্তাহ পর আবার আন্দোলনে নামল ছাত্র ছাত্রীরা,এই অবরোধের জেরে স্তব্দ হয়ে যায় যান চলাচল, ভোগান্তির শিকার পথ চলতি মানুষ দুই ঘণ্টা পর , খবর পেয়ে অবরোধ সলে ছুটে আসে ঋষ্যমুখ ব্লকের বিদ্যালয় পরিদর্শক স্বপন চন্দ্র দাস কথা বলেন অবরোধকারী ছাত্রছাত্রীদের সাথে , এরপর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আবেদন করেন অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য, ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়ার পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয় এরপর স্বাভাবিক হয় যান চলাচল।

যাচ্ছেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

অসামরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবকদের সক্রিয় সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য এবং তাদের উৎসাহিত করার জন্য রাজ্য সরকার নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকদেরকে স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ উভয় পরিস্থিতিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবহার করা হবে। অসামরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবকদের মতো রাজ্যের সমস্ত জেলায় আপদা মিত্র স্বেচ্ছাসেবক রয়েছেন। অসামরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবকদের মত আপদা মিত্র স্বেচ্ছাসেবকরাও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমাজের জন্য সংঘবদ্ধ শক্তি।বর্তমানে রাজ্যে ১ হাজার প্রশিক্ষিত আপদা মিত্র স্বেচ্ছাসেবক রয়েছেন।

মুখ্যমী বলেন,বর্তমানে রাজ্যে গৃহরক্ষী বাহিনীর সদস্য রয়েছেন ৪৬০ জন, যার মধ্যে ৪০ জন মহিলা গৃহরক্ষী। এই গৃহরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োজিত রয়েছেন এবং সততা ও নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালন করছেন । এই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে এখনও পর্যন্ত ১০ জন গৃহ রক্ষী দেশের সেবায় আত্মবলিদান করেছেন।গৃহরক্ষীদের কর্তব্যনিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা ও আর্থিক সমস্যার কথা বিচার করে রাজ্য সরকার ২০২২ সাল থেকে তাদের মাসিক বেতনক্রম বৃদ্ধি করে ১৯ হাজার ১৪০ টাকা করেছে। তাছাড়া পেনশনের টাকা বৃদ্ধি করে মাসিক ৭৫০ টাকা থেকে ২ হাজার ৫০০ টাকা করেছে।এছাড়া ৩ হাজার ৮৯৫ টাকা পোশাক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থাও কার্যকর করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের স্বেচ্ছাসেবকরা, গৃহরক্ষী এবং উর্দি পরিহিত কর্মীরা সারা বছর ধরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে জড়িত। শুধু তাই নয় অসামরিক প্রতিরক্ষা এবং আপদা মিত্র স্বেচ্ছাসেবকগণও এখন নিয়মিত নিয়ণ কক্ষ, উদ্ধার ও ত্রাণ কার্য, জনসচেতনতা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশাসনের অন্যান্য কার্যক্রমে নিযুক্ত রয়েছেন। জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার মত কার্যকলাপের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের জেলা, রাজ্য এবং জাতীয়স্তরেও স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। কোভিড পরিস্থিতিতে আমাদের অসামরিক প্রতিরক্ষা এবং আপদা মিত্র স্বেচ্ছাসেবকরা নিরলস কাজ করেছেন। এরজন্য আমরা গর্ববোধ করি।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন। অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীর প্রতি দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্ম এবং রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর শুভেচ্ছা বার্তা পাঠ করে শুনান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলাশাসক সুভাষ চন্দ্র সাহা।অনুষ্ঠানে টি এস আর, হোমগার্ড,সিভিল ডিফেন্স এবং ফায়ার সার্ভিসের জওয়ানরা কুচকাওয়াজ প্রদর্শনের মাধ্যমে মুখ্যমীকে অভিবাদন জানান।অনুষ্ঠান শেষে এস ডি আর এফ, হোমগার্ড, সিভিল ডিফেন্স এবং ফায়ার সার্ভিসের জওয়ানরা বিপর্যয় মোকাবিলার উপর মহড়া প্রদর্শন করেন।

জন্ম

● আটের পাতার পর

প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের কাছে যাদব ভৌমিক সাহায্যের আবেদন জানান সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে,এখন এই আবেদনে প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিকরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে কিনা সেটাই দেখার।

ইয়াবা

● প্রথম পাতার পর

ধারায় মামলা নিয়েছে রেল পুলিশ। অন্যদিকে, নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে আসাম রাইফেল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ২০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে আসাম রাইফেলস। ওই ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

আসাম রাইফেল এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, গোপন সংবাদে গতকাল রাতে খবর আসে সোনামুড়ায় বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী পাচার করা হবে। সেই আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা অভিযান চালানো হয়েছিল। সোনামুড়ায় বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় পৌঁছানোর পর নিরাপত্তা বাহিনী দুই সন্দেহভাজন ব্যক্তির গতিবিধি লক্ষ্য করেন। ওই দুই ব্যক্তি ঘটনাটির আঁচ করতে পেরে তাঁদের কাছে থাকা দুটি প্যাকেট গভীর জঙ্গলে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। পর্বতী সময়ে জঙ্গল থেকে প্যাকেটটি উদ্ধার করে তল্লাশি চালালে তার মধ্যে থেকে ২০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

ভাইপোর সুরেই বিজেপিকে 'পকেটমার' বলে কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিধানসভায় তৃণমূল-বিজেপি দু'পক্ষই পরস্পরকে 'চোর' বলে সাব্যস্ত করছে। এতে অধিবেশনের পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। এবার ভাইপো অভিষেকের সুরে বিজেপিকে 'পকেটমার' বলে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার উত্তরবঙ্গ যাওয়ার পথে কলকাতা বিমানবন্দরে মমতা বলেন, "যারা পকেটমার, তারাই বেশি পকেটমার-পকেটমার করে চিৎকার করে। দেশের মানুষের পকেট সবচেয়ে বেশি কেটেছে ওরা। ১৫ লাখ টাকা দেওয়া থেকে শুরু করে কোভিডের সময় বিনামূল্যে রেশন। অনেক কিছুই তো দেব বলেছিল, দিয়েছে? আপনারাই বলুন না? "

তৃণমূলনেত্রী প্রশ্ন করেন, "১৫ লাখ টাকা করে কি কারও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে? কোভিডের সময় থেকে সাধারণ মানুষের যে পকেট কাটা শুরু হয়েছে, সেটা কি থেমেছে? সব কিছুই তো জনগণেরই পকেট কেটে হচ্ছে। যারা, পকেটমার তারাই রাস্তায় পকেটমার পকেটমার বলে চেঁচায়।"

বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি আরও বলেন, "আমাদের এখানে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, সেটা রাখার চেষ্টা করা হয়। ওরা ভাঁওতা দেয়। নির্বাচনের সময় এক কথা বলে। নির্বাচন চলে গেলে আর এক কথা বলে।"

এদিন একের পর এক কেন্দ্রীয় টিম পাঠানোর নিয়েও সরব হন মমতা। তিনি বলেন, "ইতিমধ্যেই তারা একাধিক টিম পাঠিয়েছে। তাদের টিম পাঠাতে দিন। এদের আসল লক্ষ্য বিজেপিকে অক্সিজেন দেওয়া।" প্রসঙ্গত, সোমবার উত্তরবঙ্গ যাওয়ার পথে কলকাতা বিমানবন্দরের বাইরে দাঁড়িয়ে এই বিষয়ে বিজেপি-কে কটাক্ষ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি সেদিন বলেন, "রাস্তায়, ভিড়ে বা বাসে যে চুরি করে, সে কিছুটা দূরে গিয়ে চোর চোর করে চিৎকার করে। এগুলো হচ্ছে সেই পকেটমার। নিজেরা পকেটমেরে চোর চোর বলে চিৎকার করে। বাঙালি যদি ভাবে তাহলে মেলাতে পারবে। বিজেপির নেতারা হচ্ছে এই পকেটমার।"

একই দিনে মমতা-শুভেন্দুর সভা ঘিরে পারদ চড়ছে শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী বুধবার উত্তরবঙ্গে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদফায় পারিবারিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি একাধিক সভা এবং প্রশাসনিক বৈঠক রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর।মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরের মাঝেই পাহাড়ে যাচ্ছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, ১২ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর সভার দিনেই সেখানে সভা করবে বিজেপি। সভার প্রধান বক্তা শুভেন্দুবাবুই। সভার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর যাতায়াতের পথে বিজেপি কালো পতাকা দেখানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেও জানা গেছে। একই দিনে শিলিগুড়িতে রাজ্য প্রশাসনের প্রশাসনিক প্রধান বনাম বিরোধী দলনেতার সভা ঘিরে চড়ছে উত্তেজনার পারদ।জানা গেছে, ১২ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে সভা করতে চেয়ে বুধবার শিলিগুড়ি পুলিশের কাছে আবেদন জানাবে বিজেপি। একই সঙ্গে আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতিও সেরে রাখছেন তাঁরা। দলের এক নেতার কথায়, "সভার অনুমতি পুলিশ দেবে না, এটা ধরে নিয়েই আমরা আদালতের প্রস্তুতিও নিয়ে রাখছি। অনুমতি না পেলে আদালতে যাওয়া হবে। কিন্তু সভা হবেই।"বিজেপি নেতা শঙ্কর ঘোষের অভিযোগ, শীতকালে ফুটবল লিগের খেলা চলছে শিলিগুড়িতে। মুখ্যমন্ত্রীর সভাকে ঘিরে ইতিমধ্যে স্টেডিয়ামের খেলা বন্ধ রেখে মাঠ খোঁড়ার কাজ চলছে। এরই প্রতিবাদে ১২ ডিসেম্বরের সভা। সভার প্রধান বক্তা শুভেন্দুবাবু। অন্যদিকে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের অভিযোগ, পায়ে পা লাগিয়ে গোলমাল তৈরির জন্যই এমন সভার আয়োজন করেছে বিজেপি। মানুষকে নিয়েই এর জবাব দেওয়া হবে।প্রশাসন সূত্রের খবর, বুধবার শিলিগুড়ি পৌঁছে সেখান থেকে কার্শিয়াঙ যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্শিয়াঙে পারিবারিক বিয়ের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকবেন তিনি। আগামী ৮ ডিসেম্বর কার্শিয়াং, ১০ তারিখ আলিপুরদুয়ারে, ১১ তারিখ বানারহাটে এবং ১২ তারিখ শিলিগুড়িতে সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। আবার খেলা হবে।' চব্বিশের লোকসভার আগে তৃণমূলের সম্প্রীতি মঞ্চ থেকে ফের বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে সদ্য বিধানসভায় হতাশ করা কংগ্রেসকেও বিশেষ বার্তা দিলেন তিনি।বুধবার উত্তরবঙ্গ উড়ে যান মমতা। সাতদিনের সফরে রয়েছে পারিবারিক বিবাহ অনুষ্ঠানও। তাই এদিন শহিদ মিনারে তৃণমূলের সম্প্রীতি মঞ্চে সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারেননি তিনি। তিনি ফোনে বক্তৃতা করেন। রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মাইকের সামনে সেই ফোন ধরে মমতার কথা শোনান সমাবেশে আসা জনতাকে।১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়েছিল। সেই দিনটিকে মনে রেখেই তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেল মেয়ো রোডে সংহতি সমাবেশ করে বুধবার। তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোবাইল বার্তায় বলেন,"অনেক কুৎসা হচ্ছে। তাতে কান দেওয়া ঠিক নয়। সংখ্যালঘুরা বিভক্ত হলে বিজেপির লাভ। আজকে শপথ নেওয়ার দিন। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দিন।"

তিন রাজ্যের ভোটের ফল নিয়ে মমতা বলেন, "ভোট ভাগাভাগির কারণে ওখানে বিজেপি জিতে গিয়েছে। ওটা বিজেপির জয় নয়। একত্রিত থাকলে বিজেপিকে হারানো সম্ভব। বাংলা চায় বিজেপির পরাজয়। বাংলা চেয়ারের জন্য নয়, মানুষকে বাঁচানোর জন্য লড়াই করবে। আবার খেলা হবে। বিজেপিকে হটাও, বিভেদ দূর করো।"

ঝালদায় আস্থাভোট করাতে বিচারপতির নির্দেশ খারিজ ডিভিশন বেঞ্চে

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : ঝালদা পুরসভায় আস্থাভোটের নির্দেশ খারিজ হয়ে গেল। বিচারপতি অমৃতা সিংহ ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে আস্থাভোটের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু বুধবার সেই নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ।এর ফলে ৮ ডিসেম্বর আস্থাভোট হচ্ছে না। ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, চেয়ারম্যানকে অপসারণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে।ঝালদা পুরসভার চেয়ারপার্সন শীলা চট্টোপাধ্যায়ের অপসারণ চেয়ে জোড়া মামলা দায়ের হয়েছিল হাই কোর্টে। মামলা করেছিলেন কংগ্রেস কাউন্সিলর পূর্ণিমা কান্দুও। পাঁচ জন তৃণমূল কাউন্সিলর এবং দু'জন কংগ্রেস কাউন্সিলর পৃথক ভাবে মামলা দায়ের করেছিলেন। সেই মামলাতেই বিচারপতি অমৃতা সিংহ নির্দেশ দিয়েছিলেন, আগামী ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে ঝালদা পুরসভায় জেলাশাসকের উপস্থিতিতে আস্থাভোট করাতে হবে। আগামী ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে তা নিয়ে রিপোর্টও দেওয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি।

সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। বুধবার বিচারপতি সিংহের সেই নির্দেশকে খারিজ করে দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। বেঞ্চ জানায়, চেয়ারপার্সন অপসারণের পৃথক এবং নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। চেয়ারপার্সনকে অপসারণের ক্ষেত্রে সেই নিয়মই মেনে চলতে হবে। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, আদালত এই বিষয়ে আস্থাভোট করানোর নির্দেশ দিতে পারে না। পুরসভাই এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে। সে ক্ষেত্রে পুরসভা যদি মনে করে, আস্থাভোট করানো প্রয়োজন, তা হলে তা-ই হবে।

নির্বাচনের পর দেশ ভাগ করার রাজনীতি করছে কংগ্রেস: রাজীব চন্দ্রশেখর

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : নির্বাচনের পর দেশ ভাগ করার রাজনীতি করছে কংগ্রেস, এমনটাই অভিযোগ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর। বুধবার বিজেপি সদর দফতরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন।

কংগ্রেস এবং "আইএনডিআই" জোটকে আক্রমণ করে রাজীব চন্দ্রশেখর বলেন, এই জোটের সদস্যরা ভারতকে এক করার নয়, ভারত ভাঙার রাজনীতি করছে। কংগ্রেস পার্টি এবং "আইএনডিআই" জোট, যারা ভারত জোড়ো যাত্রার সূচনা করেছিল। এই জোটের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ডিএমকে-র নেতারা সনাতন ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম বিরোধী। ডিএমকে নেতা উদয়নিধি স্টালিন প্রথমে সনাতন ধর্মকে ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়ার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। পরে, ডি রাজা সনাতন ধর্মকে এইচআইভি বলে বর্ণনা করেছিলেন। এখন ডিএমকে নেতা সেন্থিল সংসদে বিজেপির জয়ী রাজ্যগুলিকে গোমূত্রের রাজ্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন।কংগ্রেসের উচিত এই বিবৃতিতে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করা। রাজীব চন্দ্রশেখর আরও জানান, কংগ্রেস পার্টির ৫৫ বছর বয়সী তরুণ নেতা যখন ছুটি কাটাতে বাইরে যান, তখন তিনি বলেন যে ভারতের গণতন্ত্র সংবিধানের হুমকির মধ্যে রয়েছে। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী হওয়া রেভান্থ রেড্ডিও দেশকে বিভক্ত করে এমন বিবৃতি দিয়েছেন। রাহুল গান্ধী ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার কথা বললেও তিনি এবং তাঁর নেতারা ধর্ম, বর্ণ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিতে দেশকে বিভক্ত করার রাজনীতি করছেন।

যারা জাতপাতের নামে দেশে বিভেদ সৃষ্টি করছে তাঁরা আসলে আম্বেদকরকে অসম্মান করছে : আদিত্যনাথ

লখনউ, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : যারা জাতপাতের নামে দেশে বিভেদ সৃষ্টি করছে তাঁরা আসলে আম্বেদকরকে অসম্মান করছে, বলে বুধবার মন্তব্য করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ভিমরাও আম্বেদকরকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানানোর পরে তিনি বলেন, যেসব জনগণ জাতপাতের ভিত্তিতে সমাজকে বিভক্ত করে দেশকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে তাদের থেকে সতর্ক হওয়া উচিত।আম্বেদকরকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানানোর পরে একটি সমাবেশে ভাষণ দেন। ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, বিজেপি সরকার বর্ণের ভিত্তিতে নয়, প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে মানুষের জন্য কাজ করেছে। বাবাসাহেব বলেছিলেন যে সবকিছুর থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল প্রথম এবং সর্বাগ্রে আমরা সকলেই ভারতীয়। আজ কিছু লোক ভারতের সমালোচনা করছে এবং ভারতীয় পরিচয়কে অসম্মান করছে। তাঁরা জাত-পাতের নামে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করছে। এই ধরনের ব্যক্তিরা সত্যিই বাবাসাহেবকে অসম্মান করে। তিনি অভিযোগ করেন যে পূর্ববর্তী সরকারগুলি জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতো, কিছু মানুষ দলিত ব্যক্তিদের পছন্দ করতো, আবার কিছু মানুষ তাদের অপছন্দের তালিকায় রেখেছিল। এমনকি যারা দলিতদের সমর্থন করার দাবি করেছে তারাও ব্যক্তিগত লাভের জন্য তাদের শোষণ করেছে। কিছু মানুষ বর্তমানে সমাজকে বিভক্ত করে দেশকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে বলেও উল্লেখ করেন যোগী।তিনি বলেন, এধরনের লোকেদের থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আধুনিক ভারত গঠনে আম্বেদকরের অবদানের কথা স্মরণ করে বলেন, 'ডাবল-ইঞ্জিন সরকার' দেশের জন্য তাঁর স্বপ্নগুলি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কাজ করছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে যদিও আম্বেদকরকে 'ব্যক্তিগত প্রস্তাব দিয়ে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি মাথা নত করতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি ভারত এবং ভারতীয় পরিচয়ের জন্য কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন।

AFFIDAVIT

I, Smt. Ranita Banik, D/O- Late Ratan Banik, Resident of - L.N.Bari Road, Banamalipur Near Ramthakur Ashram, P.S- East Agartala, Dist. West Tripura, by Religion- Hindu, by profession- House wife, aged about-38 years, Indian Citizen- do hereby solemnly declare and affirm on oath as follows:-

Sri Pranit Das is my only son. Sri Pranit Das, now aged at about 9 months, biological son now staying with me permanently. I am his mother and he is now under my care and custody. From today my son Sri Pranit Das shall use his surname according to my surname i.e. "Banik" instead of "Das" as such from today he shall be known as "Sri Prahit Banik" using my surname i.e. "Banik" instead of "Sri Pranit Das ".

"Sri Pranit Das" and "Sri Pranit Banik" is the same person and identical one though from today he shall use his name and surname as "Sri Pranit Banik".

Sd/-
Ranita Banik

AFFIDAVIT

I Nibha Paul Malla, W/o- Nepal Chandra Malla, 38, Gurkhabasti Purbansha, Agartala PO-Kunjaban, P/S- NCC, Agartala West Tripura, Do here by declare that I have changed my name from Nibha Paul Malla to Nibha Malla and hence faith I Shall be known as Nibha Malla in all purpose. Vide Affidavit No 236 dated 23 Nov 2023, Sworn before the Notary Public at Agartala on date 23rd November Nibha Malla and Nibha Paul Malla both are same and one identical Person.

Sd/-
Nibha Malla

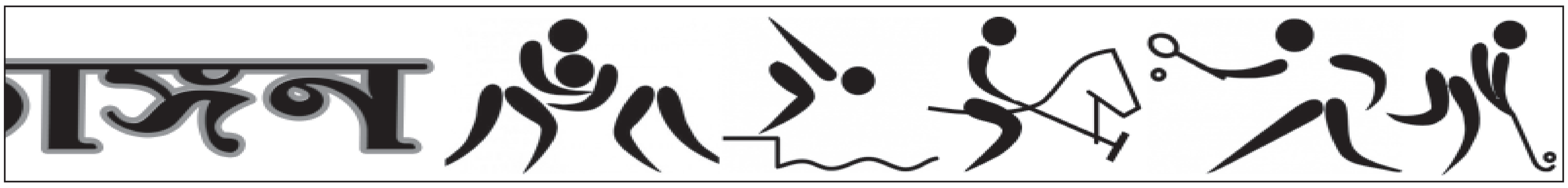

জুয়েলসকে ৮ উইকেটে হারিয়ে টানা জয় চাম্পামুরা পি.সি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। চাম্পামুরা ঝড়ে কুপোকাৎ জুয়েলস কোচিং সেন্টার। টিসিএ পরিচালিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে বুধবার তালতলা মাঠে ঘটলো এই ঘটনা। ম্যাচে জুয়েলস শিবির প্রথমে ব্যাট করে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে সবে মাত্র ৪১ রান।

তা ও ৪০ ওভারে ৯ উইকেটের বিনিময়ে। দলের পক্ষে এমডি জাফর চৌধুরী ১৯ এবং ক্রিস ভৌমিক ১০ রান করে।

এছাড়া আর কেউই দু অংকের স্কোর গড়তে পারেনি। বল হাতে চাম্পামুরার পক্ষে অরপ্রীত দেবনাথ ৪ রানে ৪টি উইকেট ভাঙে বিপক্ষের। এছাড়া অয়ন দেবনাথ ৩টি এবং একটি করে উইকেট দখল করে তনিস্ক চক্রবর্তী, শুভ্রজিতরা।

জয়ের জন্য চাম্পামুরার সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ৪৫ রানের।

যাকে তাড়া করতে নেমে দল ১৪ ওভারেই দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের রান হাসিল করে নেয়। ব্যাটে বিজয়ী দলের হয়ে তনিস্ক চক্রবর্তী ১১, রাহুল তামাং ১৪ এবং অয়ন দেবনাথ অপরাজিত ১১ রান করে। সুবাদে অনায়াসেই জয় হাসিল করে নিলো চাম্পামুরা দল।

ছোটদের ক্রিকেটে মৌচাককে হারিয়ে জয় অব্যাহত জি.বি প্লে সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।।এক, দুই রান নয়। ১৫ রানের ব্যবধানে পরাজয় হজম করতে হলো মৌচাক কোচিং সেন্টারকে। সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে বুধবার দ্বিতীয় ম্যাচে ডক্টর বি আর আম্বেদকর মাঠে এই ঘটনা ঘটে। ম্যাচে জিবি প্লে সেন্টারের মুখোমুখি হয় মৌচাক শিবির। টসে জয়লাভ করে মৌচাকের মৌরা প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিধান্ত নেয়। ব্যাট পেয়ে সুযোগটাকে মোটামুটি কাযে লাগায় জিবি শিবির। নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৯ উইকেটের বিনিময়ে জিবির স্কোর দাঁড়ায় ১৩৭ রানে। ব্যাটে প্রান্ত মালাকার ৫৪, রাজদীপ দেব ১০, ঋদ্ধিমান দাস ২২, রুদ্র দাস ১০ রান করে। বলে মৌচাকের হয়ে আইজেক দেববর্মা ৪টি , অঙ্কিত দেবনাথ ২টি এবং একটি করে উইকেট নেয় হীরক নারায়ণ পাল, অরিজিৎ সরকার ও অভিক দেরা। পাল্টা খেলতে নেমে মৌচাক দল ৪০ ওভারে ৬ উইকেটের বিনিময়ে ১২২ রানই তুলতে সক্ষম হয়। ব্যাটে অঙ্কিত দেবনাথ ৩০, অরিজিৎ সরকার ১৫, আইজেক দেববর্মা ২৪, হীরক নারায়ণ পাল ১১ রানই করতে সক্ষম হয়। সুবাদে জয় ছিনিয়ে মাঠ ছাড়লো জিবি প্লে সেন্টার।

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি : ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে ওড়িশার কাছেও ব্যাকফুটে ত্রিপুরা

ত্রিপুরা-৮২ ওড়িশা-৯১/৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। ওড়িশার বিরুদ্ধেও চাপে ত্রিপুরা। ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায়। তবে দিনের শেষে বোলারদের হাত ধরে কিছুটা হলেও স্বস্তিতে ফিরলো রাজ্যদল। বৃহস্পতিবার সকালে বোলারদের দিকেই তাকিয়ে থাকবে টিম ম্যানেজমেন্ট। বোলাররা যদি জ্বলে উঠতে পারে তাহলে ম্যাচে ফিরবে ত্রিপুরা। নতুবা তামিলনাড়ু ম্যাচের মতো খালি হাতেই মাঠ ছাড়তে হবে। আপাতত ওড়িশা এগিয়ে ৯ রানে। অনূর্ধ-১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেটে। অসমের মঙ্গলদৈ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরার গড়া ৮২ রানের জবাবে প্রথম দিনের শেষে ওড়িশা ৫ উইকেট হারিয়ে ৯১ রান করে। ওড়িশার অভিনিতকে পাটনায়েক ৭ উইকেট দখল করে। সকালে টসে জয়লাভ করে ওড়িশার অধিনায়ক শুভাশিষ মল্লিক ত্রিপুরাকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। অভিনিতের বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে শুরু থেকে উইকেট হারাতে থাকে ত্রিপুরা।

শেষ পর্যন্ত ৪৮.৩ ওভার ব্যাট করে ৮২ রান করতে সক্ষম হয়। ৪ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে রিয়াদ হুসেন যদি সাময়িক প্রতিরোধ গড়ে না তুলতো তাহলে দলীয় স্কোর ৫০ রানের গন্ডি পার হতো না। রিয়াদ ৭১ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ রান করে। এছাড়া দেবজ্যোতি পাল করে ১৫ রান ৮৩ বল খেলে। ওই দুজন ছাড়া ত্রিপুরার আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। ওড়িশার পক্ষে অভিনিত কে পাটনায়েক ২১ রান দিয়ে ৭ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে শুরু থেকেই চাপে ছিলো ওড়িশা। শেষ পর্যন্ত প্রথম দিনের শেষে ২২ ওভার ব্যাট করে ৫ উইকেট হারিয়ে ৯১ রান করে। দলের পক্ষে স্বগত সৌরভ মিশ্রা ৪২ বল খেলে ৩ টি বাউনডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, অসীম বরদ ৩৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ এবং দলনায়ক শুভাশিষ মল্লিক ২৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করে। ত্রিপুরার পক্ষে রিয়াদ হুসেন ১৩ রান দিয়ে এবং দ্বীপ দেব ২৫ রান দিয়ে ২ টি করে উইকেট দখল করে। আজ সকালে বোলারদের উপরই ত্রিপুরার ভাগ্য নির্ভর করবে।

ত্রিপুরার নাম ব্যবহার করে নিয়মের বাইরে যত্রতত্র খেলায় অংশগ্রহণ আর চলবে না

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। দেরিতে হলেও রাজ্য যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তর থেকে আজ, বুধবার এক গুরুত্বপূর্ণ নোটিফিকেশন প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মানচিত্রে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে অংশগ্রহণ এবং ন্যাক্কারজনক ফলাফলের প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরার নাম ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে। বিষয়টা নিয়ে এবার একপ্রকার সরব হয়েছে ত্রিপুরা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর। অবর সচিবের স্বাক্ষর পাঁচ ডিসেম্বরে, এর পরও নোটিফিকেশনের তারিখ ছয় ডিসেম্বর লিখে, কেন তা একদিন পর প্রচারের আলোতে আনা হয়েছে? তা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিতে পারে। তবে এই বিষয়টাকে প্রাধান্য না দিলেও কার্যত নোটিফিকেশনের বিষয়বস্তু যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে। মূলতঃ দপ্তর পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের অনুমোদনপ্রাপ্ত নয়, বা রাজ্যের ক্রীড়াণিতি ২০১৮ এর বাইরে গিয়ে, এমন সংস্থা, সংগঠন ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে ত্রিপুরা বা ত্রিপুরার কোন জেলা, মহকুমার নাম ব্যবহার করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আসরে অংশগ্রহণ করে থাকে। এমনকি ত্রিপুরা রাজ্যের নাম ব্যবহার করে প্রশংসাপত্র ও পদক জয়ের সাফল্য জাতীয় বাহবা পাওয়ার উদ্দেশ্যে অধিকাংশ সময় রাজ্য বা রাজ্যের জেলা, মহকুমার নাম ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে। আগামী সময়ে এ ধরনের প্রয়াস থেকে বিরত থাকতে হবে এবং তা অমান্য হলে অবশ্যই আইন আদালতের গ্যারাকলে পড়তে হবে বলে নোটিফিকেশনে উল্লেখ রয়েছে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে শতদলকে কুপোকাৎ ১০ উইকেটে জয়ী ক্রিকেট অনুরাগী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। বেদব্রতর অপরাজিত অর্ধশতক। আর এতেই কুপোকাৎ হয়ে গেল শতদল সংঘ। সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে বুধবার নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে শতদল সংঘ মুখোমুখি হয় ক্রিকেট অনুরাগীর। ম্যাচে ক্রিকেট অনুরাগী দল ১০ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো শতদল সংঘকে।

প্রথমে ব্যাট করে শতদল সংঘ ২৬.২ ওভারে সব উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ৯৮ রান। ব্যাটে দলের হয়ে অঙ্কিত দাস ৬৪ বলে ৬৬ রান করে। এছাড়া পাপাই দাস ১৬ রান করে। এছাড়া আর কোনো ব্যাটসম্যানই উইকেটে ভরসা যোগাতে পারেনি। বল হাতে ক্রিকেট অনুরাগীর হয়ে বিজয় যাদব ৯ রানে ৪টি উইকেট নেয়। এছাড়া দুটি করে উইকেট নেয় উদয়ন পাল, রাজদীপ দাসরা। পাল্টা খেলতে নেমে ক্রিকেট অনুরাগী শিবির ১৮.৫ ওভারেই কোনো উইকেট না হারিয়েই জয়ের রান হাসিল করে নিলো। বিজয়ী দলের হয়ে বেদব্রত ৬৫ বলে ৫৮ নট আউট এবং উদয়ন পাল ৩৫ রানে অক্ষত থেকে দলকে জয় এনে দিতে সক্ষম হলো। শতদলের পক্ষে একজন বোলার ও কোনো উইকেট নিতে পারেনি।

রাজ্য স্কুল গার্লস ফুটবল শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। রাজ্য স্কুল অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের ফুটবল শুরু আগামীকাল। চলবে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মহকুমার বিদ্যাপীঠ ও বি কে আই মাঠে হবে আসর। আগামীকাল দুপুর ২ টায় হবে আসরের উদ্বোধন। মহকুমার পুরাতন টাউন হলে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত, বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, জেলা শাসক সাজু ভাহিদ এ প্রমুখ। দক্ষিণ জেলা ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা মিহির শীল এক বিবৃতিতে এখবর জানান। তিনি বলেন, আসর সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে যাবতীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতাও চাওয়া হয়েছে।

প্রীতি ভলিবলে জয়ী বিএসএফ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। প্রীতি ভলিবলে জয় পেলো বি এস এফ। পরাজিত করলো উমাকান্ত প্লে সেন্টারকে।

বুধবার ১২৫ নং ব্যাটেলিয়ন বি এস এফের বিরুদ্ধে প্রীতি ভলিবলে অংশ নেয় উমাকান্ত প্লে সেন্টার। তাতে বি এস এফ ৩-০ সেটে জয়লাভ করে। রাজ্য ভলিবল সংস্থার ভারপ্রাপ্ত সচিব চন্দন সেন এখবর জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এই ম্যাচ ঘিরে ক্রীড়া প্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার পাশাপাশি সম্প্রীতির বাতাবরণও তৈরি হয়েছে।

NOTICE INVITING E-TENDER

It is hereby notified for general information that e-tender is invited for settlement ofone Manubazar Country Liquor shop, under South Tripura District for the period fea in December, 2023 to March, 2025 under the provisions of Rule 29A read with Rule 22 of the Tripura Excise Rules, 1990 (as amended up to 2021) subject to terms and conditions through ©-procurement website of the Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in,

The sites for foreign liquor shop shall be selected following the Procedures laid Intending tenderer shall submit e-tender addressed to the Collector of Excise, 1990 (as amended up to 2021).

Intending tenderer shall submit e-tender addressed to the Collector of Excise, South Tripura District. The bids shall be uploaded / submitted by the bidders within 21 (Twenty One) days from the date of publication of e-tender.

The other details to e-tender can be seen obtained from the website https://tripuratenders.gov.in Corrigendum / addendum, if any will be published only oth the above website.

ICA/C-3466/23

COLLECTOR OF EXCISE,
SOUTH TRIPURA DISTRICT

PNIeT No: 69/EE/CCD/PWD/2023-24, Dated. 04/12/2023

The=x6etutive Engineer, Capital Complex Division, PWD (Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work, Construction of one Cycle shed along with driver shed and toilet adjacent to police barrack at back side in the premises of High court of Tripura under Capital complex Division, Agartala. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

DNIeT No: ACE/Project Unit/PWD (Buildings)/DNIT/43/2022-23

Estimated Cost: Rs/-27,47,699.00 Earnest Money: Rs/-754,954.00 and Time for completion: 120 (One hundred twenty) days

Last date & time for online Bidding: 26/12/2023 upto 3:00 PM

ICA/C-3474/23

(B. Das)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura.

// PROVISIONAL ORDER //

WHEREAS, a disciplinary proceedings under Rule 14 of the Central Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1965 read with Rule 40 of the TSR (Discipline, Control, Service Conditions, etc.) Rules, 1986 was initiated against No. 02040681 Rfn (GD) Ratan Surtadhar of Adm-Coy, 1% Bn TSR vide this office Memorandum No. F. Pers/TSR-1/Estt/RC/1998/ 8608 dated 12.12.2022 on the article of charge:-

ARTICLE -1

That the said No. 02040681 Rfn (GD) Ratan Sutradhar of 1® Bn TSR proceeded on 60 (sixty) days Earned Leave w.e.f. 31.08.2021 to 29.10.2021 from Bn HOQr. Gokulnagar, Sepahijala Tripura. But, after expiry of the said leave, he did not turn up his duty and has been overstaying beyond the period of sanctioned leave w.e.f. 30.10.2021 to till date without prior permission of the authority, which is pre-judicial to good order and discipline being a member of the Rifles under section 12(1) of the TSR Act, 1983.

Thus, No. 02040681 Rfn (GD) Ratan Surtadhar of Adm-Coy, 1st Bn TSR committed an offence which is punishable under section 12(1) of TSR Act, 1983.

AND WHEREAS, a statement of imputation of misconduct or misbehavior in support of the article of charge was framed together with a list of documents by which and a list of witnesses by whom the charge was proposed to be sustained, was also forwarded to him along with the said memorandum vide No. F.Pers/TSR-1/Estt/RC/1998/8608 dated 12.12.2022 with a direction to submit written statement of his defence and also to state whether he desired to be heard in person within 10 (ten) days from the date of the receipt of the memorandum dated 12.12.2022. The said memorandum was received by the charged officer on 07.01.2023. °

AND WHEREAS, Shri Binoy Kumar Gour, Asstt. Comdt., 1st Bn TSR was appointed as the Inquiring Authority vide order No. F.Pers/TSR-1/RS/Estt/2021/698 dated 31.01.2023 and Sub (Medical) Pankaj Majumder, 1st Bn TSR was appointed as Presenting Officer vide order No. No. F.Pers/TSR-1/RS/Estt/2021/699 dated 31.01.2023. On 24.11.2023 the Inquiry Authority Shri Binoy Kumar Gour, Asstt. Comdt., 1st Bn TSR has submitted his inquiry report stating that the Article of Charge framed against No. 02040681 Rfn (GD) Ratan Surtadhar of Adm-Coy, 4° Bn TSR is established beyond any doubt.

AND WHEREAS, the undersigned being the Disciplinary Authority perused the ft DP file with careful examination, all relevant documents and gravity of the offence. On perusal of DP file, it is observed that the Inquiry Authority conducted day to day enquiry observing all codal formalities. The Inquiry Authority issued 'notice to the charged officer through local newspapers for wide publicity. The said notice was published in Dainik Sambad / Pratyasha on 15.07.2023 and Ajker Fariad / Manush / Pragati Sambad on 16.07.2023. The Inquiry Officer also arranged physical verification of the whereabouts of the charged officer by O/C Madhupur PS. In appears that ample opportunity was given to the Charged Officer. The opinion of the Inquiry Officer is that the Article of Charge No.1 levelled against No. 02040681 Rfn (GD) Ratan Surtadhar of Adm-Coy, 1st Bn TSR is established beyond any doubt.

During course of Enquiry and after careful analysis of statement of PWs and relevant documents and other circumstantial evidence, it is crystal clear that No. 02040681 Rfn (GD) Ratan Sutradhar of Adm-Coy, 4° Bn TSR has overstayed from leave from 30.10.2021 without permission of the competent authority and the delinquent official has till been absenting unauthorizedly. He has also not co-operated with the Inquiry Officer in course of Enquiry of the instant DP despite getting ample opportunities from the Inquiry Officer. As a result, the Inquiry Officer had no any option except conducting ex-parte enquiry. The charge framed against No. 02040681 Rfn (GD) Ratan Sutradhar of Adm- Coy, 1 Bn TSR under 12(1) of TSR Act, 1983 is thus proved beyond doubt. Moreover, the guidelines of DIGP, AP (Adm & Trg.), Tripura vide letter No. 3726-42/F. 47(7) / DIGP (AP &Ops)/ 19 dated 09.07.2020 has also been taken into consideration.

Considering the above facts, the Disciplinary Authority in exercise of powers conferred upon U/S 12(1)(i) of the TSR. Act, 1983 is proposing to impose the major punishment for "REMOVAL FROM SERVICE WHICH SHALL NOT BE A DISQUALIFICATION FOR FUTURE EMPLOYMENT UNDER THE GOVERNMENT". That apart, the OSL period w.e.f 30.10,2021 (FN) to till the date of final punishment order is to be treated as "DIES-NON"

NOW, THEREFORE, No. 02040681 Rfn (GD) Ratan Surtadhar of Adm-Coy, 1st Bn TSR is hereby given an opportunity to submit the representation on the penalty as proposed above. The representation if any should be submitted by No. 02040681 Rfn (GD) Ratan Surtadhar of Adm-Coy, 48 Bn TSR in writing to the undersigned within 10 (ten) days from the date of issue / publication of this provisional order in local newspapers.

The receipt of this provisional order should be acknowledged.

Copy to :-
4. No. 02040681 Rfn (GD) Ratan Sutradhar of Adm Coy 1st Bn TSR.
S/O — Late Haridas Sutradhar,
Vill + PO — Arabinda Nagar,
PS - Bishalgarh, Dist - Sepahijala, Tripura,
Pin Code — 799102

(Sudip Kumar Pal)
Commandant
4th' Bn Tripura State Rifles

ICA/D-1377/23

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

৬১তম সর্বভারতীয় অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী দিবস

অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকরা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। মানবিকতার পাশাপাশি যেকোন দুর্যোগ মোকাবিলায় রাজ্যে অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকরা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

তাদের আত্মত্যাগের নিদর্শন হিসেবেই সারা দেশে প্রতিবছর ৬ ডিসেম্বর অসামরিক প্রতিরক্ষা এবং গৃহরক্ষী দিবস উদযাপন করা হয়।রাজ্যেও আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী দিবস পালন করা হয়। আজ অরুন্ধতীনগরস্থিত মনোরঞ্জন দেববর্মা পুলিশ প্যারেড গ্রাউণ্ডে অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষনে মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমী বলেন, এবছর আমরা ৬১তম সর্বভারতীয় অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী দিবস হিসাবে পালন করছি। ভারতে ১৯৬৮ সালে অসামরিক প্রতিরক্ষা আইনী মর্যাদা পেলেও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ত্রিপুরায় অসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়টি স্বীকৃতি পায়। ২০২১ সাল পর্যন্ত অসামরিক প্রতিরক্ষা শুধুমাত্র আগরতলা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি বলেন, ২০০৯ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সিভিল ডিফেন্স আইনে অন্তর্ভক্ত করা হয় এবং এই আইনকে সংশোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আগে অসামরিক প্রতিরক্ষা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তার নিয়ণে ছিল। ২০১৯ সালে এটি রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর ও পরবর্তীতে ২০২০ সালে রাজস্ব দপ্তরের কাছে স্থানান্তরিত হয়। ত্রাণ পুর্নবাসন ও বির্পযয় মোকাবিলা দপ্তরের অধিকর্তাকে রাজ্যের অসামরিক প্রতিরক্ষা অধিকর্তার দায়িত্ব অর্পন করা হয়।রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ২০০০ জন প্রশিক্ষিত অসামরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবক রয়েছেন। রাজ্য সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য নোডাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সেন্ট্রাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং জেলা পর্যায়ে চিহ্নিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে অগি ও জরুরী পরিষেবা দপ্তর অসামরিক প্রতিরক্ষা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজ্যে আগামীদিনে অসামরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশের কাছে পৌঁছবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এক সঙ্গে তিন বাছুরের জন্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ ডিসেম্বর।। বিলোনিয়া মহকুমাধীন রাজনগর ব্লকের একিনপুরের বরোজ কলোনী এলাকার জনগণ, যা সচরাচর দেখা যায় না, মনে হয় যেন প্রকৃতির এক অনবদ্য সৃষ্টি পর পর তিনটি বাছুরের জন্ম দিল একটি গোমাতা, উৎসুক জনতার ভিড় বাছুর সহ গোমাতাকে দেখতে একিনপুর বরোজ কলোনির বাসিন্দা যাদব ভৌমিকের বাড়িতে ,যাদব ভৌমিকের পিতা প্রিয় লাল ভৌমিকও এধরনের ঘটনা দেখেনি, বিগত চল্লিশ বছর ধরে গোপালন করে আসছে যাদব ভৌমিকের পিতা প্রিয় লাল ভৌমিক ,গত শনিবার রাতে জন্ম হয় এই তিনটি বাছুরের এর মধ্যে দুইটি পুরুষ বাছুর , একটি মহিলা বাছুর খবর পেয়ে ছুটে যায় পশু চিকিৎসক যাদব ভৌমিকের বাড়িতে, কৌতূহল বশতঃ এই তিনটি বাছুরের নাম দেন রাম, লক্ষন ও সীতা ,বাছুর সহ গোমাতাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর জানতে পারে গোমাতা সুস্থ থাকলেও , বাছুর তিনটি অসুস্থ,এই যাদব বাবুর বাড়িতে এই ধরনের নজিরবিহীন ঘটনা ঘটলেও মনে কিন্তু দুশ্চিন্তার ছাপ, কিভাবে লালন পালন করবে এই তিনটি বাছুরকে নুন আনতে যার পান্তা ফুরায়,সে কিভাবে বাঁচাবে এই তিনটি বাছুরকে এই দুশ্চিন্তায় কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে যাদব ভৌমিককে, এই অবস্থায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আম্বেদকর ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। রাজ ভবনে আজ সকালে এক অনুষ্ঠানে ড় বি আর আম্বেদকরের তিরোধান দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু ড় বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিত্বে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাছাড়াও রাজ্যপালের সচিব ইউ কে চাকমা ও অন্যান্য আধিকারিকগণও ড় বি আর আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আম্বেদকরের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, ড় আম্বেদকর হচ্ছেন ভারতের সংবিধানের জনক। ড় বি আর আম্বেদকর পিছিয়েপড়া অংশের মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী

পলাতক কুখ্যাত চোরকে আটক করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ৬ ডিসেম্বর।। দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিল এক অভিযুক্ত চোর। কদমতলা থানার পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে দক্ষিণ কদমতলা এলাকায় অভিযান চালায় তাকে উদ্ধার করেছে। ধৃত চোরের বাড়ি দক্ষিণ কদমতলা এলাকায় বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ আরো জানিয়েছে ধৃত চোর দীর্ঘদিন যাবৎ কদমতলা, ধর্মনগর ও আগরতলা শহরের একাধিক জায়গায় চুরিকান্ডে জড়িত ছিল। সে একথা নিজ মুখে স্বীকার করেছে। তার বিরুদ্ধে কদমতলা থানা সহ রাজ্যের অনান্য থানায় একাধিক চুরির মামলা রয়েছে। সে চুরি কান্ডে মাষ্টার মাইন্ড বলেও পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে।

পুলিশের ধারনা ধৃতকে পুলিশ রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসবে। বুধবার ধৃতকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে ধর্মনগর জেলা ও দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলা জানান কদমতলা থানার এ এস আই উদয়ং রিয়াং।

৫ লক্ষ টাকার স্বর্ণালঙ্কার সহ ধৃত চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। সম্প্রতি চুরিকাণ্ডে ধৃত চোরদের জিজ্ঞাসাবাদে পর অভিযানে নেমে ফের সাফল্য পেল আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ। প্রায় ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার সহ চোর পুলিশের জালে ধরা পড়েছে।

সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবপ্রসাদ রায় জানিয়েছেন, গত কিছুদিন আগে অভিযানে নেমে বিভিন্ন চুরি সামগ্রী সহ ৭ জন চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়েছিল পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। পরবর্তী সময়ে অভিযুক্তদের পুলিশ রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়েছিল। পুলিশী তদন্তে ঝন্টু মিঞা নামে আরও একজনের নাম উঠে আসে। জানা গেছে ঝন্টু মিঞা বিভিন্ন চুরি কাণ্ডে যুক্ত আছেন। সেই অনুযায়ী গতকাল রাতে অভিযান চালিয়ে আড়ালিয়া এলাকা থেকে ঝন্টু মিঞাকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

তিনি আরও জানিয়েছেন, তার কাছ থেকে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করা হয়েছে। আগামীদিনেও পুলিশের এধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায়।

সীমান্তে টহলরত বিএসএফ জওয়ানের উপর ইট পাটকেল, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ ডিসেম্বর।। বিএসএফ জওয়ানকে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে আহত করার ঘটনায় সীমান্তে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এই নিয়ে বিএসএফ -এর পক্ষ থেকে বিলোনিয়া থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনা মঙ্গলবার রাতে বিলোনিয়া শহর সংলগ্ন আমজাদনগর নাথপাড়া এলাকায়।

অভিযোগ রাতে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে পাহারা দেওয়ার কাজে নিযুক্ত ছিলেন বিএসএফ জওয়ান সুরেন্দ্র শিং ভাদুরিয়া। আমজাদ নগর নাথপাড়া এলাকার টহল দেওয়ার সময় কতিপয় দুষ্কৃতী জওয়ানের উপর এলোপাথাড়ি ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এতে আহত হয়েছেন বিএসএফ জওয়ান। অন্যান্য সহকর্মীরা চিকিৎসার জন্য তাকে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসে। এই ঘটনার বিবরণ জানিয়ে বিএসএফ এর পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের নাম ধাম দিয়ে বিলোনিয়া থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। আগেও বিএসএফ জওয়ানদের উপর হামলার চেষ্টা করা হয়। এমনিতেই বিলোনিয়া সহ সংশ্লিষ্ট সীমান্তগুলো পাচারকারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। তবে ধারণা করা হচ্ছে এই ঘটনার পেছনে মূল হাত রয়েছে পাচারকারীদের।

১২ ডিসেম্বর সমাবেশ ঘিরে সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর ৬ ডিসেম্বর।। আসলে চোখ আগামী লোকসভা নির্বাচন। কিন্তু আগামী ১২ ডিসেম্বর কল্যাণপুরে অনুষ্ঠিত বাজার কলোনী গনহত্যার শহীদ স্মরণ সমাবেশ কে কেন্দ্র করে প্রায় প্রতিটি শক্তি কেন্দ্রে উঠান সভা, ঘরোয়া সভা, বাজার সভা করছে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীর নেতৃত্বে বিজেপি। সভা গুলো শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠান কে সফল করা এবং আরও বেশী লোক সমাগম করা হলেও প্রায় প্রতিটি সভায় গত এক সপ্তাহ ধরে কাতারে কাতারে মানুষ বিজেপি তে নুতন করে সামিল হচ্ছে। প্রতিটি সভা আখেরে হয়ে উঠছে দলবদলের সভা। সভা গুলো তে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর এর গনহত্যার বিভীষিকা তুলে ধরে পূর্বতন বাম সরকার কে তুলোধোনা করার পাশাপাশি মানুষ এর সামনে তুলে ধরছেন বর্তমান সময়ের বিজেপি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের কথা। তিনি বলছেন বিজেপি সরকার এর উন্নয়ন মূলক কাজ দেখেই দলে দলে মানুষ নুতন করে বিজেপি তে সামিল হচ্ছে। দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে বিরোধীরা। চাঙ্গা হচ্ছে বিজেপি শিবির। মঙ্গলবার রাতেও দুটো এমন সভায় ১৮ পরিবার এর ৪৮ জন ভোটার বিরোধী শিবির ছেড়ে বিজেপি তে সামিল হন। একটি সভা হয় কুঞ্জবন এর ভারত মাতা শক্তি কেন্দ্রের ১৪ এবং ১৮ নাম্বার বুথে। সেখানে ১২ পরিবারের ৩২ জন ভোটার বিরোধী দল ছেড়ে শাসক দলে সামিল হন বলে বিজেপির দাবি। নবাগতদের দলীয় পতাকা দিয়ে বরণ করেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, মন্ডল সভাপতি জীবন দেবনাথ, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ প্রমুখ। অন্য সভাটি হয় দুর্গাপুর পঞ্চায়েত এর শান্তিনগর বাজারে। এই বাজার সভাতেও ৬ পরিবারের ১৬ জন ভোটার বিজেপি তে নুতন করে যুক্ত হন। উল্লেখ্য আগামী ১২ নভেম্বর বাজারকলোনী গনহত্যার শহীদ স্মরণ সমাবেশে মুখ্য বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহার।

বহিরাগতরা শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা ধর্মনগরে খাদ্য গুদামের সমস্যা নিয়ে সাফাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ ডিসেম্বর।। লোকসভা নির্বাচনের আগে খাদ্য গুদামের কর্মসংস্কৃতি নষ্ট করে দেওয়ার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। বহিরাগতরা শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা চালিয়েছে। আজ ধর্মনগর প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন খাদ্য গুদামের শ্রমিক রজত নন্দী।

তাঁর অভিযোগ, বহিরাগতদের একটি চক্র শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে ভারতীয় খাদ্য গুদামের কর্মসংস্কৃতি নষ্ট করে দেওয়ার প্রচেষ্টায় রয়েছে। সামনেই লোকসভায় নির্বাচন, তাই শ্রমিকদের মধ্যে গন্ডগোল বাঁধানোই হচ্ছে ওই চক্রটির মূল উদ্দেশ্য। তাঁর দাবি, বস্তা প্রতি ৪ টাকা ৮০ পয়সা দরে শ্রমিকরা পারিশ্রমিক নেবেন।খাদ্য গুদামে শ্রমিকদের উপস্থিতি নিয়ে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তাও কাগজপত্রের প্রমাণাদি সহ তুলে ধরেছেন তিনি।

তিনি বলেন, বহু শ্রমিক অগ্রিম টাকা নিয়েছেন। তাদের পারিশ্রমিক থেকে সেই টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে। তাই সকলেরই প্রভিডেন্ট ফান্ডে অনেক সময় কম টাকা জমা ঢুকছে। কারণ তারা অগ্রিম নেওয়ার কারণে সময় মত পারিশ্রমিক দিচ্ছে না। প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা জমা দেওয়ার প্রশ্নই আসে না, ক্ষোভের সুরে বলেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, অনেকেরই আধার কার্ডে বিভিন্ন ধরনের ভুলের কারণে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা সঠিক সময়ে পাচ্ছেন না। এই ভুল সংশোধনের জন্য প্রত্যেকেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।রজত বাবু বলেন, শ্রমিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সুযোগ নিয়ে বহিরাগতদের একটি চক্র তাঁদের মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা চালিয়েছে। একের বিরুদ্ধে অপরজনকে উসকে দিয়ে লোকসভা নির্বাচনের আগে ভারতীয় খাদ্য গুদামের কর্মসংস্কৃতি নষ্ট করে দেওয়ার প্রয়াস চালানো হচ্ছে।তাঁর দাবি, বহিরাগতদের ভারতীয় খাদ্য গোদানের কর্মসংস্কৃতি নষ্ট করে দেওয়ার প্রচেষ্টা সফল হতে দেওয়া যাবে না। তিনি আরো জানান, কিছুদিনের মধ্যে ওই খাদ্য গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত মূল ঠিকেদার ধর্মনগরে আসছেন। তখন বকেয়া পাওনা নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং কিছু সংখ্যক শ্রমিক ত্রিপুরা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছে তাদের সমস্ত বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে।

বিজেপির উদ্যোগে জোলাইবাড়ী বাজারে মিছিল ও পথসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৬ ডিসেম্বর।। ৫ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে তিন রাজ্যে বিজেপির জয়ের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদজানিয়ে ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির উদ্দ্যোগে জোলাইবাড়ী বাজারে এক মিছিল সংগঠীত করাহয়। মিছিল শেষে সকলে পথসভায় মিলিতহয়। আজকের এই মিছিল ও পথসভায় উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ীবাসীর জনপ্রীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া, জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের মুক্তির কান্ডারী মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের যুব আইকন কেশব চৌধুরী, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ সহ অন্যান্যরা। পথসভায় বক্তব্যরাখতেগিয়ে মন্ত্রী রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীরকথা জনসন্মুখে তুলেধরেন। তারপাশাপাশি বিগত বামআমলের বিভিন্ন কাজের তিব্রসমালোচনাকরেন। মন্ত্রী জানান রাজ্যসরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে জোলাইবাড়ী বিধানসভার সার্বিক উন্নয়ন করাহচ্ছে। এইবিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়াহয়েছে যারকাজ শুরু করাহবে। জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক কাজে বাধাদানে চেষ্টাকরেযাচ্ছে কিছু অসাধু লোক। সেইসকল লোকজন রাজ্যের জোট সরকারকের বদনাম করার প্রচেষ্টা চালিয়েযাচ্ছে। বিভিন্নভাবে সুরসুরি দিয়ে জোট সরকারের বদনাম করতে প্রতিনয়ত কাজ করেযাচ্ছে বিরোধী শিবিরের কিছু অসাধু লোক। তাইসকলকে ঐক্যবদ্ধহয়ে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে এগিয়ে আসার আহব্বান জানান মন্ত্রী। সকলে ঐক্যবদ্ধথাকলে অসাধু লোকজনের মনোকামনা কোনোদিন সফল হবেনা বলে জানান মন্ত্রী। অপরদিকে মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং তিন রাজ্যে জয়ের বিষয়ে জানাতেগিয়ে বলেন লোকজনেরা বুঝেগেছেন একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদীর নেতৃত্ব দেশকে এগিয়েনিয়ে যাওয়া সম্ভব। বিজেপি ছারা বিকল্প কোনো দলনেই। রাজ্য এবং কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়নে কাজকরেযাচ্ছে বিজেপি। তাই প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করছে। মন্ডল সভাপতি আশাবাদী আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রথেকে বিজেপি মনোনিত প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়লাভকরবে। আজকের এই মিছিল ও বাজার সভায় উপস্থিত বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাযায়।

পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে ড: বি আর আম্বেদকরের ভূমিকা অসামান্য: কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। সমাজ থেকে অসাম্যতা, অস্পৃশ্যতা এবং তপশিলী জাতি থেকে পছিয়ে পড়া মানুষদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন ডা. বি আর আম্বেদকর। আজ ডঃ বি আর আম্বেদকরের তিরধান দিবস উদযাপনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। আজ ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের তপশিলী জাতি বিভাগের উদ্যোগে কংগ্রেস ভবনে ডঃ বি আর আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে।এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আশিস কুমার সাহা, তপশিলি জাতি বিভাগের সভাপতি নিরঞ্জন দাস সহ অন্যান্যরা। এদিন শ্রী সাহা বলেন, ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী হিসেবে কার্যভার পালন করেছিলেন ডঃ বি আর আম্বেদকর। তাঁর মৃত্যু দিনটি মহা পরিনির্বাণ দিবস হিসেবে সারা দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে। আজও তাঁর বিভিন্ন পদক্ষেপ দেশবাসী অনুপ্রেরণার গ্রহণ করে।

নেহাল চন্দ্রনগরে ভারত সংকল্প যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৬ ডিসেম্বর।। নশবিকশিত সংকল্প যাত্রা এবং প্রতি ঘরে সুশাসন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় বিশালগড় ব্লকের নেহাল চন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে। বুধবার আয়োজিত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব। উপস্থিত ছিলেন গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা। সরকারের জনকল্যাণকামী প্রকল্পগুলি তুলে ধরা হয় সাধারণ মানুষের কাছে। অনেকেই ভোগ করছেন সরকারি একাধিক প্রকল্পের সুবিধা। এছাড়া সহজ ভাবে কিভাবে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়। অর্থাৎ সরকার চাইছে মানুষের কাছে প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতে। বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন এক সময় সরকারি অফিসে, নেতাদের দুয়ার, পার্টি অফিসে ধর্না দিতে হয়েছে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য। মিছিল মিটিংয়ে হাঁটতে হাঁটতে জুতোর শুকতলা ক্ষয় হয়ে গেলেও মিলেনি সরকারি প্রকল্পের সুবিধা। বর্তমান সরকার কোন রাজনীতির রং না দেখে সকল অংশের মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে। রাজ্যজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র পৌঁছে যাচ্ছে এই যাত্রা। সুফল পাচ্ছে সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে অন্তিম ব্যক্তির কাছে সরকারি সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার স্লোগান বাস্তবায়ন হচ্ছে। উপকৃত হচ্ছে মানুষ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।